

সত্যেন্দ্রনাথ দ

বেণু ও বীণা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আর. এইচ্., শ্রীমানী এণ্ড সন্স্
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪৬

চতুর্থ সংস্করণ

পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ সাল

দাম — সাড়ে তিন টাকা

চিত্রশিল্পী

ইন্দু রক্ষিত

বেণু ও বীণা

প্রথম সংস্করণ — ১৩৩৩ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ — ১৩৩৯ সাল

তৃতীয় সংস্করণ — ১৩৩৩ সাল

চতুর্থ সংস্করণ — ১৩৫৩ সাল

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্তৃক [illegible] কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
কর্তৃক নিউ মহামায়া প্রেস [illegible] কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে-যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তা'রে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায়, অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তা'র 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণসম—
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।

সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সঙ্গীত তব ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে-তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি-অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি,
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি',
জয়মালা বিরচিয়া—রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি' ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি !

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে ক'রে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্ত্তিহীন। কিন্তু, যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তা'রা যা' হারাল তা'র সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি' উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আসো নাই ব'লে ; অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য্য-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে? সে-গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে-মিলিত-মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।

সে-খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তা'র সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, —সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তা'র সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ-বিদায়ের: নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে করে আমি, ওই খেয়া-'পরে করি' ভর—
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত-প্রভাতে;
নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে?

ধরণীতে প্রাণের খেলায়

সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন-মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হোলে তুমি, মর্ত্ত্য কবি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব্ব হোক্ নাকো
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

(আষাঢ়, ১৩২৯) —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপহার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'বেণু ও বীণা'র অধিকাংশ কবিতা এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কবিতাগুলি ১৩০০ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলির নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী এম্‌-এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি-এ এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা;
১লা আশ্বিন, ১৩১৩

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বিষয়	কবিতার প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা

বেণু ও বীণা

"তুমি যে কাব্য সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবে তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বেণু ও বীণা পাঠ করিয়া অনেক দিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ করিলাম।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

"তোমার 'বঙ্গজননী', 'ঝড় ও চাঁপাগাছ' প্রভৃতি কবিতা চমৎকার,—নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত।"

—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

"ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে, ঝঙ্কারে, কবির অপূর্ব্ব ছবির পরিচয় এ গ্রন্থে পদে পদে।"

"কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল'—শীর্ষক গানটি মনোহর,—অমরতা লাভের যোগ্য।

"কবিতাগুলি পড়িয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি। এই কবিটি এত ভাব সম্পদ, এত রস ঐশ্বর্য্য ও এত বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। এমন স্বাধীন কবিত্ব রস খুব অল্পই উপভোগ করিয়াছি। ছন্দের লীলা-প্রবাহ, ধ্বনি—তাহাও সুন্দর।"

—প্রবাসী



কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বেণু ও বীণা

আরম্ভে

বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
লুকানো যা' ছিল অগাধ অতল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি বাজে !

মূকের স্বপনে মুখর করিতে চায়,
ভিখারী আতুরে দিতে চায় ভালবাসা,
পুলক-প্লাবনে পরাণ ভাসাবে, হায়,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা !

হৃদয়ে যে সুর গুমরি মরিতেছিল,
যে রাগিণী কভু ফুটেনি কণ্ঠে—গানে,
শিহরি, মূরছি,—সেকি আজ ধরা দিল,—
কাঁপিয়া, দুলিয়া, ঝঙ্কারে—বীণাতানে ?

বিপুল সুখের আকুল অশ্রুধারা,—
মর্ম্মতলের মর্ম্মরময়া ভাষা,—
ধ্বনিয়া তুলিবে—স্পন্দনে হ'য়ে হারা,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা !

কতদিন হ'ল বেজেছে ব্যাকুল বেণু,
মানসের জলে বেজেছে বিভোল্ বীণা,
তারি মুর্চ্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু,—
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা!

পরাণ আমার শুনেছে সে মধু বাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসী-দেবী! হে মোর রাগিণী-রাণী!
সে কি ফুটিবে না 'বেণু ও বীণা'র তানে?

লয়ের জন্মকথা

চোখ দিয়ে ব'সে আছি, কখন অঙ্কুর ফাটি'
বাহিরিবে প্রথম পল্লব;
একমনে আছি চেয়ে, ধরা যদি পড়ে তাহে—
নিখিলের আদি কথা সব।

সারাদিন ব'সে, ব'সে, তন্দ্রা চোখে এল শেষে;
চরাচর ডুবিল তিমিরে;
প্রভাতে দেখিনু জেগে, নয়নে কিরণ লেগে—
কচি পাতা কাঁপিছে সমীরে।

অনিন্দিতা

ধূলিরে সুন্দর করি এস তুমি, হে সুন্দরী
ধূলা পায়ে এস অনিন্দিতা !
পক্ষ্ম-পাথে, আঁখি-পাখী, চাঁদের অমিয়া ছাঁকি'
ঢেলে দিক, হে কবি-বন্দিতা !
অধর-কপোলময় ফুলের গিলেছে লয়,
সু-ললাট মতির আবাস,
সৌন্দর্য্যের ধারা-বৃষ্টি, বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি,
কালিন্দীর উর্ম্মি কেশপাশ।
ফুলের রচিত দেহ, স্নেহ করুণার গেহ—
লয়ে এস—পরাণ উদার ;
অপূর্ব্ব অমৃত-রসে, সিনান করাও এসে,
জ্যোৎস্না-ঘন পরশে তোমার !
আনগো মঙ্গল-ঘট, লয়ে এস অকপট
বেদনা-বুঝিতে-পটু মন,
দু'খানি স্নেহের করে জগতেরে রাখ ধরে,
রাখ বেঁধে অন্তরে আপন।
এস, মন্দ-বায়ু-গতি ! সৌন্দর্য্য-রূপিণী সতী !
শোন মোর সৌন্দর্য্যের গীতা ;
মনের দুয়ার খুলি, একবার পথ ভুলি,
এস দেবী—এস অনিন্দিতা !

আন-গগনের আলো

আমার কুঞ্জে লতার দুয়ার নিবিড় ছিল না ভালো,
তাই ফাঁকি দিয়ে পশেছে আজিকে আন-গগনের আলো ;
স্বজনি—শঙ্খ বাজা,—
আজ আসিয়াছে হৃদয়ে আমার, আমার হৃদয়-রাজা !
অরুণ চরণে শরত প্রভাত—
আজি এল যেন তারি সাথে সাথ,
তারি সাথে সাথ নিবাত সলিলে
দুলিয়া উঠিল আলো ;
স্তব্ধ হিয়ার দু'কূল প্লাবিয়া কিরণে ভরিয়া গেল !

কুঞ্জভবনে লতার দুয়ারে পল্লবদল নাচে,
অযুত গ্রন্থি তন্তুলতার খুলিলে পরাণ বাঁচে,
উন্মাদ ভালবাসা !
ছিঁড়ে দিলে তুমি সব বন্ধন, তুমি কেড়ে নিলে বাসা ।
শরতের আলো—ত্রিলোক জুড়িয়া—
তারি সাথে হিয়া গেল যে উড়িয়া,
বাতাসে চড়িয়া তার কতদূর
ছুটিব তোমার পাছে,
কোথা যেতে চাও, কোথা লয়ে যাও, হায় গো কাহার কাছে ?

আমার কুঞ্জদুয়ারের পাশে ছিন্ন লতিকা গুলি—
ব্যথিতের মত চেয়ে আছে, হের, মাখিয়া ধরার ধূলি ।
ওগো ! সমুদ্র-পাখী,—
তবু চলিয়াছি তোমারি সঙ্গে ব্যগ্র-ব্যাকুল-আঁখি ।

ভাঙা হৃদয়ের,—নয়ন জলের—
মরু, হ্রদ ; কত মরীচি—ছলের ;
হাসির জ্যোৎস্না সুখের লহরে
ঘুম যায় নিরিবিলি ;
বিশ্ব-হিয়ার পরতে পরতে হিয়া মোর গেল মিলি।

বিশ্বে আলোক ফুটেনি, তখন, তুমি এসেছিলে যবে,—
অলোক-আলোকে সাঁতারি কখনো তিমিরে কখনো ডুবে।
বিশ্ব-ভুবনচারী !—
সৃষ্টি-ছাড়া, কি মন্ত্রের বলে, হৃদয় লইলে কাড়ি !
নিমেষে ফুটাও নিখিলের ছবি,
নিমেষে বুঝাও বুঝিবার সবি,
নিমেষে ছুটাও দ্যুলোকে ভূলোকে
মোহন বংশী রবে ;
আমিও ছুটেছি, সাঁতারি আলোকে—আঁধারে কখনো ডুবে

নব বসন্তে

ফুলের বনে ফুল ফুটেছে,
কোকিল গাহে তায় ;
কিরণ কোলে লহর দোলে,
সলিল ব'হে যায়।
ফুলের বনে পরাণ মনে
পুলক উথলায়।

বেণু ও বীণা

নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন-হারা
নূতন চোখে চায়,
ফুলের বনে, ফুল ফুটেছে,
সমীর মুরছায়।

সোনার মৃগ মৃগীর পানে
সোনার চোখে চায়,
কপোত সনে, মধুর স্বনে,
কপোতী গান গায়,
সোনার ফড়িং তৃণের বনে
ঝিঁঝির পিছে ধায়,
নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন-হারা
সোনার চোখে চায়!
ফুলের বনে পরাণ মনে
পুলক উথলায়।

বিভোর হ'য়ে চকোর আজি
চাঁদের পানে চায়,
হৃদয় তলে প্রেম উথলে
জগৎ ভুলে যায়,
চাঁদ সে ভাসে নীল আকাশে
আপন জোছনায়;

তরুণ প্রাণে, নূতন প্রীতি,
নূতন রীতি, নূতন গীতি,
বিভোল্ ধরা আপন-হারা
সোনার চোখে চায় ;
নিখিল সনে তরুণ মনে
পুলক উথলায় !

ফাগুনে

বলে, "আঁখি-জলে, ছিনু একা, ম্রিয়মাণ
তুমি এসে, মৃদু হেসে, নব প্রাণ দিলে দান ;
মলিন অধরে, মরি,
তুমি দিলে সুধা ভরি',
তোমার চুমায় ফিরে, মনে পড়ে, ভোলা গান।
উদাস নয়নে আলো—
তুমি জ্বালায়েছ ভালো,
এখন মরণ এলে—হাসিমুখে ঢালি প্রাণ।"
মধুকর, গুন্‌গুনি
বলে, "হায় গুণ গণি'
এমন ফাগুন দিন—হয় বুঝি অবসান।"

বসন্তে

পুলক ঊষার কিরণ রাগে
পুলক পাখীর আকুল-গানে ;
ফুলের গন্ধে পুলক জাগে,
প্রেমের পুলক কিশোর প্রাণে।

নূতন ফুলের গন্ধ উঠে
দিক্ বিদিকে যায়রে লুটে,
চল্ রে ত্বরা, চল্ রে ছুটে,
চল রে ছুটে ফুলের পানে।

বাতাস বেয়ে বাতাস ছেয়ে,
ফুলের গন্ধ দিশেহারা—
আকাশ পানে চ'ল্‌ল ধেয়ে,
যেথায় হাসে উজ্জল তারা,

আধেক পথে তারার আলো,
ফুলের গন্ধে মিশিয়ে গেল,
বইল ধরায় প্রেমের ধারা,
পুলক ধারা বইল প্রাণে।

রূপ-স্নান

জ্যৈষ্ঠ মাস—বৃষ্টি হ'য়ে গেছে,
আহ্লাদে আকুলা ভাগীরথী ;
স্নিগ্ধ বাতে ত্রিলোক তুষিছে,
কৃষ্ণা যেন সেবিছে অতিথি।

লালে লাল পশ্চিম আকাশ,—
তপ্ত সোনা—সিন্দূরে—হিঙ্গুলে,
অঙ্গে ধরি রক্ত চীনবাস,
জাহ্নবী, চলেছে এলোচুলে !

লাক্ষারাগে রঞ্জিত আকাশে
খণ্ড নীল দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
প্রলয়ের রক্তে যেন ভাসে
বটের পল্লব অভিরাম,—

ছায়া তার রক্তিম গঙ্গায়,—
দেখ চেয়ে—দিব্য কাম্য-কূপ,
রূপহীনা, কে আছিস্ আয়—
এ ঘাটে নাহিলে হয় রূপ !

মাঙ্গলিক

খাম্বাজ

পরমেশ ! আজি, বরিষ তোমার
আশিষ যুগল শিরে ;
কর পবিত্র, পুষ্পেরি মত,
এ নব দম্পতিরে।
আজি হ'তে তা'রা বাহিবে তরণী,
অকূল সিন্ধু-নীরে ;—
রহে যেন নভঃ কিরণে পূরিত,
বায়ু বহে যেন ধীরে।
হরষিত [illegible] হৃদয় প্লাবিয়া
আজি যে পুলক ফিরে,—
সে মধুর প্রীতি, যেন দিবা রাতি
যুগলে রহে গো ঘিরে।

প্রেম ও পরিণয়

সুখের নিলয়— সেই পরিণয়,—
প্রণয় যাহে দৃষ্টি রাখে ;
নইলে কেবল লোহার শিকল,
জীবন-পথে বিঘ্ন ডাকে।
চন্দ্র তারায় সন্ধি ক'রে,
দু'টি হৃদয় বন্দী করে,
কত যুগযুগান্ত ধ'রে
আয়োজন তার চল্‌তে থাকে।
একটি নারী, একটি নরে,
অপূর্ণে অখণ্ড ক'রে,
প্রাচীন ধরায় তরুণ করে,—
অরুণ-রাগে জগৎ আঁকে।
অমৃত প্রেম মর্ত্ত্যলোকে,
অমৃত সে দুঃখ শোকে ;
জীবন-পুঁথির জটিল লেখা—
স্পষ্ট হয় প্রেমিকের চোখে।
পরিণয়ে সেই সে প্রণয়,
পরিণত যেই দিনে হয়,
সে দিন ফলে অমৃত-ফল—
জগৎ-বিষ-বৃক্ষ-শাখে।

জ্যোৎস্নালোকে

তুমি গো আছ মগন ঘুমে
ফুলের বিছানা';
জানলা দিয়ে পড়িছে গিয়ে
আকুল জোছনা।
এই সে ছিল চরণ ছুঁয়ে,
একটি কোণে, একটু নুয়ে,
এখন সে যে হিয়ায় রাজে,
হরিণ-লোচনা।
সাহস পেয়ে, রয়েছে চেয়ে,
অধীর জোছনা।

সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
ঘুমের নাহি লেশ ;
জ্যোৎস্নালোকে তোমায় দেখে
সুখের নাহি শেষ।
আমার ছায়া তোমার বুকে,
জ্যোৎস্না সাথে ঘুমায় সুখে,
জ্যোৎস্না সাথে নয়ন পাতে
রচিছে মায়া দেশ।
সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
ঘুমের নাহি লেশ।

জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায় কেশ-পাশ,
এখনি তবে প্রভাত হবে,
জাগিবে রশ্মি-ভাস্।

ছিলনা বাধা, হরষ মনে,
চাহিয়া ছিনু তোমার পানে,
বিজন গেহ ছিলনা কেহ
করিতে পরিহাস :
জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায় কেশ-পাশ।

সফল আজি জীবন মম,
সফল জোছনা,
সফল তব রূপের রাশি
কমল-লোচনা।
ধৌত করি তারার গালে,
পৌত করি যুথির জালে,
পড়েছে ঝ'রে তোমারি' পরে
অমর জোছনা।
জ্যোৎস্না দেশে, রাণীর বেশে,
হরিণ-লোচনা!

স্পর্শমণি

কহিতে কাহিনী আছে, গাহিবারও আছে গান !
যত দিন মনোবীণে ভালবাসা তুলে তান !
মলয় চলিয়া গেলে ফুল ত' ফুটে না বনে,
ভালবাসা ফুরাইলে সাড়া ত' উঠে না মনে
দেবতা চলিয়া গেলে, দেউলে না দীপ জ্বলে,
ভুলেও না উঠে তান—প্রেম যেথা অবসান।
ভালবাসা যদি, হায়, বারেক ফিরিয়া চায়,—
অরুণ চরণ দিয়া—হিয়া পরশিয়া যায়,—
ফুটে শত শতদল, ছুটে মধু পরিমল,
জেগে' উঠে কলগীতি—মন প্রাণ কানেকান !
গেয়ে না ফুরায় গান,—কথা হয় অফুরান !

রূপ ও প্রেম

রূপ ত' হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা ;
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা।
লেখার এ দোষে শুধু, স্পর্শিবেনা কাব্য মধু ?
প্রেম—ব্যর্থ হবে রূপ বিনা ?

কবি হ'তে শ্রেষ্ঠ কি গো কেরাণী মুহুরী ?
প্রেম হ'তে রূপের মাধুরী ?
কুরূপে—নয়ন বিনা কেহ ত' করে না ঘৃণা,
প্রেম যা'র হৃদয় যে তা'রি।

চাঁদের কিরণ সেও চুমে তার গায়,
মলয়া সে কুন্তল দোলায়,
যৌবন-দেবতা করে রাজ্য—সে দেহের' পরে,
মনে প্রাণে বহে প্রেম-বায় !

তবে ফিরায়োনা আঁখি কুরূপ বলিয়া,
যেয়োনা গো চরণে দলিয়া,
শিশির স্নেহের গেহে, দেখো, রূপহীন দেহে,
প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া !

মেঘের কাহিনী

সম্বর হ্রদে, জর্জ্জর দেহে, ঘুমায়ে আছিনু ভাই,
লবণে জড়িত লহরের কোলে ঘুমেও স্বস্তি নাই ;
সহসা পূরবে, তরুণ অরুণ হাসিয়া দিলেন দেখা,
আমি জাগিলাম, বুকে দেখিলাম অরুণ-কিরণ লেখা !
কিরণাঙ্গুলি ধরি'
আমি, উঠিলাম ত্বরা করি',
কম্পিত, ক্ষীণ, জর্জ্জর তনু—ললাটে বহ্নি-শিখা।

তৃণ পল্লবে, নিম্ন বায়ুতে আপনার জ্বালা ঢালি'
উচ্চ গিরির উন্নত চূড়ে উঠিতে লাগিনু খালি ;
কঠোর শিলার পরশে আমার নয়নে ঝরিল জল,
ছল ছল চোখে লাগিনু উঠিতে—ছুঁইনু গগনতল।
ডুবিলেন দিননাথ,
হাসি, পবন ধরিল হাত ;
তুষারের মত হ'য়ে গেল দেহ, ফুরা'ল সকল বল।

* * * *

বাতাসের সাথে ধরি হাতে হাতে গগনে ছুটিনু কত,
পলে পলে ধরি অভিনব রূপ—খেলি বাতাসেরি মত ;
চন্দ্রমা আর গ্রহ তারকার সকল বারতা লয়ে—
বরষের পথ মনের আবেগে নিমেষে চলিনু ধেয়ে ;
কত যে হেরিনু, আহা,
কভু, স্বপনে ভাবিনি যাহা।
ডাকে মোরে দূর চাতক, ময়ূর, ঋষি—গান গেয়ে গেয়ে !

বিশ্বের ডাক শুনেছি আবার—হৃদয় ভ'রেছে স্নেহে,
বিশ্বের প্রেমে পরাণ আমার ধরেনা ক্ষুদ্র দেহে ;
বুকে ধরি খর বিজলীর জ্বালা বুঝেছি আপনি জ্বলে'
ধরণীর জ্বালা, তাই ত' আবার চলিয়াছি মহীতলে।

মরুতে যে বায়ু ব'য়—
আর, করিনা তাহারে ভয় ;
রঙীন মেখলা পরিয়া চলেছি আশা দিতে ফুলদলে।

আমারি মতন কত শত মেঘ জুটেছে আজিকে হেথা,
কাজলের মত বরণ, গাহিছে জীমুত-মন্দ্র-গাথা।
চলিতে দুলিছে শত গোস্তন, পূর্ণ শীতল রসে,
বেদনা তাপিতা আবেশে ঘুমায়, কবরীবন্ধ খসে ;
টুটে কৃতচূড় জটা,
তাহে, ফুটে দামিনীর ছটা,
কুন্তল ভার—আকুল ধরার চোখে মুখে পড়ে এসে।

ঝর্ঝর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত কেশ, বেশ ;
গর্জ্জন ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া সর্ব্বদেশ।
এ পারে বজ্র অট্ট হাসিল, ও পারে প্রতিধ্বনি,—
সংজ্ঞা হারা'নু, কি যে হ'ল পরে আর কিছু নাহি জানি।
জাগিনু যখন শেষ,
দেখি, আছি আমি ব্যাপি' দেশ,
ভূতলে অতলে যেতেছে মিলায়ে আমারি সে তনুখানি।

আজ নাহি মোর জোছনা সিনান, কিরণে শিঙার নাই,
নাহি রামধনু-মেখলা আমার, নাই কিছু নাই, ভাই ;
আজ আমি শুধু সলিল-বিন্দু, তাই আজি মোর ধূলি,
চাঁদের মিতালি ভোলা যায়, করি' তার সাথে কোলাকুলি
আমি, নহি নহি মেঘ আর,
এবে, জল আমি পিপাসার,
সার্থক আজি জন্ম আমার—যূথিরে ফুটায়ে তুলি।

৩

বর্ষায়

শ্লথ, পরিণত— কদম কেশর
ঝরিছে এ পাশে ও পাশে ;
মৃদু-বিকশিত কেতকীর রেণু
ক্ষরিছে বাতাসে বাতাসে।
মেঘ আসে যায় বারেবার,
ঝরে বারিধারা, কদম কেশর,
মিলে মিশে একাকার।

বহুদিন পরে চলিয়াছি গ্রামে,
নূতন হয়েছে পুরাণো।
চোখের উপরে বেড়ে ওঠে ধান,—
দায় হ'ল আঁখি ফিরানো।
নাচে বুলবুলি আর ফিঙে,
জাল ফেলে ফেলে জেলের ছেলেরা
বেয়ে নিয়ে চলে ডিঙে।

ধীরে মন্থরে গ্রামের ধরণে
চলেছে গ্রামের লোকেরা,
অলস গমনে জল বহে বধূ,
মেঘে মিশে যায় বকেরা।
কা'রে নাম ধ'রে ডাকে দূরে,
দূর হ'তে তার ফিরে আসে সাড়া
মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে।

গাভী সাথে লয়ে একা পথ দিয়ে
চলেছে চাষার ঝিয়ারী,
নূতন বয়স, সরস শরীর,
চাহনি নূতন তাহারি ;
তা'রে এ দিঠি শিখা'ল কে গো ?
বয়সের রীতি কে শিখায় নিতি
এ বিজনে, ব'লে দে গো !

সে যে অপরূপ বরষার মত,—
আপনি উঠে গো ভরিয়া,
সে যে সচকিত দামিনীর মত
প্রাণ আগে লয় হরিয়া।
সে যে ধানের ক্ষেতেরি মত,—
চোখের উপরে বাড়ে পলে পলে
ঢেউ উঠে শত শত।

সাথে গাভী লয়ে পশিল কুটীরে
কিশোরী চাষার ঝিয়ারী,
পুলকে অমনি উঠিল ডাকিয়া
কুকুর—তাহার দুয়ারী !
হেথা জল নেমে এল হেনে,
বাদলের ধারা বাদ সাধিল রে
চিকের পর্দ্দা টেনে !

সারিকার প্রতি

সারিকা! কোথারে আজি—সাগরিকা—কোথা আজ,
আঁকিছে কাহার ছবি, বলিতে কেনলো লাজ?
সে দিন লুকায়ে রহি,
গেছিলি সকলি কহি,
আজিরে নীরব কেন—বনবীণা বাজ, বাজ।

আজিও তেমনি কিরে, কদলীর ছায়ে রহি,
তপনের—মদনের—তনু মনে জ্বালা সহি,
শীতল কদলী ছায়
শয়ান রচিয়া হায়,
বিভোরে আছে কি বসি সে আমার পথ চাহি?

আজো কি আমার ছবি—ফেলিয়া সকল কাজ—
আঁকিছে গোপনে, বালা, মলিন নলিন সাজ?
আজো কি হৃদয়'পরে—
আমার মুরতি ধরে?
আজো কি তাহার মনে লীলা করে ঋতুরাজ।

আকুল আহ্বান

এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !
বসন্ত প্রভাত ! সুখ-বসন্ত প্রভাত !
কোকিল সে কুহু কুহরিল,
শিহরি উঠিল বন-বাত ;
গুঞ্জরি' অলি বাহিরিল
বকুল গন্ধ সাথে সাথ !
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

বকুল ঝরিয়া মরিল গো,
চম্পকও হ'ল পরিম্লান ;
মূর্চ্ছিত তাপে শিরীষ গুচ্ছ,
তনুমন আজি ম্রিয়মাণ।
'ফটিক জল'—'ফটিক জল'—
চাতক ফুকারে সবিষাদ ;
আমি লাজভীতে নারি ফুকারিতে,
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

নিদ্রিত পুরে বায়ু 'হাহা' করে,
ঘন বরষণে কাটে রাত,
কত যূথি ঝরে—কে গণনা করে ?
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

কদম কেতকে বনভূমি ছায়,
দাদুরী আঁধারে কাঁদে রে,
ফুল্ল সম হিয়া ফুটিবারে চায়—
তারে কে আজিকে বাঁধে রে !
কেতকী মলিন, নীপ রূপহীন,
কমল খুলিল আঁখি পাত ;
জ্যোৎস্না হাসিল প্লাবিয়া ধরণী ;—
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

উত্তরে হাওয়া ফিরিল গো,
উলূকী ফুকারে সারারাত ;
তুমি তো এলে না—তবু, ফিরিলে না,—
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

কুন্দ কাঁদিয়া দুখে, হায়,
ঝরিয়া মিশায় কুয়াসায় ;
বিধবা কানন-বল্লরী, মরি,
মলিন আকাশপানে চায়।
দীর্ঘ যামিনী কাটে না আর,
না মুদে হায় নয়ন-পাত ;
ডাকে তক্ষক—বন-রক্ষক ;
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

অবসান

চ'লে যাও—ওগো, চ'লে যাও,—
বকুল ফুলেরে দ'লে যাও।
হেথায় ধূলির মাঝে
কে মুখ লুকা'ল লাজে,—
সে কথা শুনিতে কেন চাও ?
আঁধারে ফুটিয়া সে যে
আঁধারে ঝরিয়া গেছে,
তার কথা—কেন গো সুধাও ?
তাহার রূপের ভায়
তারা ন' ফুটেনি হায়,
বড় আশা ?—ছিল না ত' তা'ও।
ঝরিয়া পথেরি ধারে
ছিল সে পড়িয়া, হা—রে
চরণে দলেছ—ভাল—যাও।
ধূলি-মাখা একাকার,
তার পানে বৃথা আর
আকুল নয়নে কেন চাও ?
তা'রি সে শেষ নিশাস—
এখন' বহে বাতাস।
হেথা হ'তে—নিঠুর !—পালাও।

আলোকলতা

মূল নাই, ফুল ফল পত্র নাই মোর,
বাতাসে জনম মম, তরুশিরে বাস ;
তন্তু সম সূক্ষ্ম তনু, সুবর্ণের ডোর,
যে মোরে আশ্রয় দেয় তা'রি সর্ব্বনাশ ।

চিনেছ ? 'আলোকলতা' বলে মোরে লোকে ;
যে মোরে আদরে শিরে ধরে আপনার—
নিস্তার নাহিক তার, বেড়ি পাকে, পাকে,
শ্রীহীন, লাবণ্যহীন, করি তনু তার,—

রস মরে, পত্র ঝরে, শরীর শুকায়,
আত্মহারা আলিঙ্গনে—তরু—এ তনুর,—
সমাচ্ছন্ন পরশের মোহ-মদিরায় ;
প্রতিবাতে কাঁপে দেহ অসার তরুর ।

শুকাইলে বৃক্ষ, আমি, তবে সে শুকাই ;
আলোকের ধন, পুনঃ, আলোকে লুকাই ।

উদ্‌ভ্রান্ত

আন বীণা, বাঁধ তার, ঢাল সুরা, গাহ গান ;
যে গিয়েছে—কথা তার, কর আজি অবসান।
        যে ফুল গিয়েছে ঝ'রে, সে আর ফিরিবে নারে,
        যে পাখী মরেছে হায়—গিয়েছে সে চিরতরে ;
মোছ তবে আঁখি-ধার—কাঁদিয়া কি হ'বে আর ?
ঢাল সুরা—করি পান, তোল গো নূতন তান,
শ্মশানে জনম যা'র—তা'রো কেন কাঁদে প্রাণ !
        আমার এ আঁখি দিয়ে অশ্রু বহে না গো,
        এ প্রাণ আপন ব্যথা কারেও কহে না গো,
আমার বেদনা বুঝে, এমন পাইনে খুঁজে,
এ জগতে যাতনার—পরিহাস—প্রতিদান !
পাষাণে পাষাণ হানি' তোল তবে কলতান !
        বীণারে তুলিয়া লও, যত দিন আছে তার,—
        তোমার ব্যথায় হায় কাঁদিবে সে শতবার,
কণ্ঠে মিলায়ে তান—গাহিবে করুণ গান,
তাহারে ধর গো বুকে—কর শোক অবসান ;
তোল ফিরে কলগান, পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ !

ব্যর্থ

অতিথি ফিরিয়া গেছে,
আয়োজনে এখন কি ফল ?
চাতক মরিয়া গেছে,
আজি আর মেঘে কেন জল ;
গোলাপ ঝরিয়া গেছে,
ফিরে যা' রে পবন পাগল ।

টুটিয়াছে সুরার পেয়ালা,
শুষ্ক মাটি লয়েছে শুষিয়া ;
ভেঙেছে ত' ভেঙে যাক্ খেলা,
ঘরে পরে কি হ'বে দূষিয়া ?
নিশিদিন পঞ্জর-পিঞ্জরে
মরা পাখী কি হ'বে পুষিয়া ?

যামিনী পোহায়ে যদি গেল—
এখন এ বৃথা অঙ্গ-রাগ ;
নয়নের নেশা ত' ফুরা'ল,—
মিছে কেন কথার সোহাগ ?
লিখে লিখে সাদা হ'ল কাল,
ছিঁড়ে ফেল,—চিহ্ন ঘুচে যাক্

ভ্রষ্ট

আনন্দে অমৃত-গন্ধ আছিল তখন,
তীব্র ছিল দুঃখ অভিমান,
অনুভূতি তীক্ষ্ণ ছিল, পুষ্প সম মন,
ভালবাসা ছিলনাক' ভাণ।

তখনি সে পরিচয় তোমায় আমায়,
কত দিন—কতদিন গেছে ;
এত ঘনিষ্ঠতা,—শেষে, কে জানিত হায়,
অচেনার মত র'ব বেঁচে ?

তুমি ডুবিয়াছ পঙ্কে আমি সশঙ্কিত,
মজি নিজে—কখন—কে জানে ;
পাছে এ কাহিনী হয় অন্যের বিদিত,—
ফিরে নাহি চাহি তোমা' পানে।

হয় ত' হ'তাম সুখী আমরা দু'টিতে,—
হেলা ভরে তুমি গেলে চলি' ;
প্রেম-শতদল হায় ফুটিতে ফুটিতে—
মনে পড়ে ?—গিয়েছিলে দলি'।

মানুষ পাষাণ হয়, কর কি প্রত্যয় ?
চেয়ে দেখ—সাক্ষী তার আমি ;
ঠেকিয়া শিখেছি এবে, কেহ কার' নয়,-
সত্য কি না জানে অন্তর্যামী।

কেনা, বেচা, বেনেগিরি কানাকড়ি নিয়ে,
হট্টগোল হাটের মাঝারে ;
ক্ষয় গেল সোনাটুকু যাচিয়ে, যাচিয়ে,
প্রতিদিন দোকানে, বাজারে,—

অধরে যে হাসি ছিল—মিশেছে অধরে,
জঙ্গলের ফুলের মতন ;
নয়নে যে জ্যোতি ছিল, শুধু অনাদরে,
নয়নে সে হয়েছে মগন।

যে দিন পাঠায়েছিনু প্রেম-নিমন্ত্রণ—
অবসর হয়নি তোমার,
আজ তুমি উঞ্ছবৃত্তি করেছ গ্রহণ,
কি অদৃস্ট তোমার আমার !

ভেব'না যন্ত্রণা দিতে, গঞ্জনা, ধিক্কারে,
আজ আমি এসেছি হেথায়,
আপনার চেয়ে ভালবেসেছিনু যা'রে—
তা'র কথা কা'রে কহা যায় ?

বাহিরে, যেথায় তোরে করে পরিহাস—
ক্ষীণ-কণ্ঠে সেথা তুলি হাসি,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা স্মৃতি-নাগপাশ,
সংগোপনে অশ্রুজলে ভাসি।

তবুও কাঁদেনা প্রাণ পূর্ব্বের মতন,—
অনুভূতি তীক্ষ্ণ নহে আর,
জেনেছি মৃত্যুর স্বাদ না যেতে জীবন ;
অশ্রুশূন্য শুষ্ক হাহাকার !

সান্ত্বনা

বিফল যদি হয় গো প্রণয়—বিফল হ'তে দাও ;
সুখের পরে দুঃখ পেলে—আর কি বেশী চাও ?
তোমার মনের আকুলতা
বুঝ্‌তে পারে তরুলতা,
মানুষ যদি না বুঝে তা'—সইতে হবে তা'ও।
প্রেম দিয়েছ প্রেমের ধনী,
দিয়েছ ঋণ—হওনি ঋণী,
রিক্ত তবু মুক্ত তুমি—সেই পুলকেই গাও।
প্রণয় হারিয়েছিস্ ব'লে,
পড়িস্‌নে ভাই দুঃখে হেলে,
প্রেমের সঙ্গে প্রাণ যেতে চায়—তারেও যেতে দাও

একদিন-না-একদিন

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা'—তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে

সীতার নামে কলঙ্ক আর লক্ষ্মণেরে অবিশ্বাস,
ধ্যানভঙ্গ শঙ্করের ও যুধিষ্ঠিরের নরকবাস ;
এমন সকল কাণ্ড যখন আগেই গেছে ঘ'টে,
তখন তুমি খ্যাতির খেদে গরম কেন চ'টে ?
চ'লতে গেলেই লাগে ধূলো,
ধুয়ো তখন ও সব গুলো,
তা'ব'লে কি পথ দিয়ে, ভাই, চ'লবে নাক' মোটে ?

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা' তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে।

অরসিকে রসের কথায় হয়ত' যাবে ভোলা'তে,
অপ্রেমিকে মনের ব্যথায় হয়ত' যাবে গলা'তে ;
অঘটন যা' ঘ'ট্‌বে তা'তে—সেটা কিন্তু স্বাভাবিক।
কাজেই তা'তে বিলাপাদি, বেশী রকম, নহে ঠিক।
পরকে কেন মন্দ কই ?
মনের মত নিজেই নই।
আমাদের এই রোষ তুষ্টি—অধিকাংশই আকস্মিক !

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা' তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে

নৈশ-তর্প

জলের লীলা মিলিয়ে গেল নিবিড় আঁধারে,
আলোক মালা উঠ্‌ল ফুটে নদীর দু'ধারে ;
নৌকা'পরে আলোক নড়ে,
নদীর জলে রশ্মি পড়ে ;
উঁকি দিয়ে ঢেউগুলি তায় ছুট্‌ছে কোথা রে ;—
বুঝি বা কোন্ ঘুর্‌নি দিয়ে অতল পাথারে।
পরাণ আমার কেমন তা'তে হ'ল যে বিকল,
প'ড়্‌ল ঘন নিশ্বাস, চোখেও প'ড়্‌ল এসে জল।

অম্‌নি ক'রে আমার মনে উঁকি দিয়ে হায়,
কতই হাসি-মুখের ছবি নিমেষে লুকায় ;
কেউ বা ভালবেসেছিল,
মধুর মৃদু হেসেছিল,
কার কাছে বা ততটুকুও হয়নিক' আদায়,
কেউ বা গেছে মানে মানে, কেউ ঠেকেছে দায়।
সবার তরেই আজ্‌কে আমি হ'য়েছি বিহ্বল ;
উঠ্‌ছে ঘন নিশ্বাস, চোখেও প'ড়্‌ছে এসে জল।

কেউ ডুবেছে অতল জলে, ভেসেছে বা কেউ—
ছুটেছে কেউ কূলের পানে মথন ক'রে ঢেউ ;
কেউ হরষে জলে ভাসে,
কূলের পানে চেয়ে হাসে,

কেউ বা ভাসে চোখের জলে, ত্রাসে মরে কেউ
কূলে ব'সে উদাস মনে কেউ বা গণে ঢেউ,
আজ্‌কে আমি সবার তরেই হয়েছি বিহ্বল,
প'ড়্‌ছে ঘন নিশাস, চোখের শুকায় নাক' জল

যে কেউ মোরে ক'রে গেছ স্নেহের অধিকারী,—
নয়ন-জলে জানাব আজ আমি সে সবারি ;
জানিয়ে যাব আরো বেশী,
হয়নি যেথা মেশামেশি,—
ঘটেছিল যেথায় শুধু চোখের লেনা দেনা।
জানিয়ে দেব চোখের জলে আমি সবার কেনা।
আমি যে আজ সবার তরেই রেখেছি কেবল,
একটা ঘন নিশাস, চোখের একটি ফোঁটা জল।

মৎস্য-গন্ধা

দ্বীপে ঊষা এল কুয়াসায়,—
কোলের মানুষ চেনা দায়,—
চারি ধারে ঘিরি' তা'রে জলের আক্রোশ,
বাহিরে রোষের ছায়া—অন্তরে সন্তোষ।
হিম রাশি ফণা তুলে ধায়,
মৎস্য-গন্ধা তরণী ভাসায়।

তরী চলে ডুবায়ে মৃণাল.
হাতে তার আর্দ্র কালো জাল ;
দৃঢ় মুঠি—টানে জাল, পড়েনিরে মীন '
হ'য়োনা মলিনা বালা আজি শুভদিন ;—
জালে ধরা দেছে পরাশর !
তরী'পরে সোনার বাসর '

কোথা দিয়ে কাটে দিন রাত,
ঋষি নাহি মুদে আঁখি-পাত ;
ধীরে ধীরে মিলাইল—কুয়াসার ঘর,
কাটায়ে মোহের ঘোর উঠে পরাশর।
মৎস্য-গন্ধা—পদ্ম-গন্ধা আজ,
কোলে তার শিশু 'ব্যাস' করিছে বিরাজ

আলেয়া

"পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই,
কোথা পা'ব জুড়াবার ঠাঁই ?
জ্বালার অবধি মোর নাই।

দিন রাত শুধু হাহাকার,
শ্বাস-বায়ু অনল আমার,
মৃত্যু হ'ল—গেল না বিকার !

জ্বলে মরি, আকুল জ্বালায়,
ঘুরি তাই বিজনে জলায়,
মোর পিছে কেন এস, হায় !

ফিরে যাও পথিক, পথিক,
মাড়ায়োনা কখন' এ দিক্,
এ পথের নাহি কোন' ঠিক্।

ধ্রুব-তারা নহি আমি ভাই,
আলেয়ার পোড়া মুখে ছাই,
পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই !

শীতল হইবে তনু ব'লে—
মাঝে মাঝে ডুবি গিয়া জলে,
উঠিলে দ্বিগুণ পুনঃ জ্বলে।

মুখ দিয়া উগারি অনল,
পবন ছড়ায় হলাহল,
ক্ষণকাল—সকলি বিকল।

আবার যা' ছিল হয় তাই,
শান্তি নাই—যন্ত্রণা সদাই,
পরিণাম হ'ত যদি ছাই।

ভাবিতাম বেঁচে সুখ নাই,
এবে দেখি মরণেও তাই,
পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই।"

সহমরণ

'জিজ্ঞাসিছ পোড়া কেন গা' ?
শুনিবে তা' ?—শোন তবে মা—
দুখের কথা ব'লব কা'রে বা।

জন্ম আমার হিঁদুর ঘরে,
বাপের ঘরে, খুব আদরে,
ছিলাম বছর দশ ;
কুলীন পিতা, কুলের গোলে,
ফেলে দিলেন বুড়ার গলে ;
হ'লাম পরের বশ।
আচারে তার আসত হাসি,
—ব'লব কি আর পরকাশি,—
মিট্‌ল সকল সাধ ;—

হিঁদুর মেয়ে অনেক ক'রে
শ্রদ্ধা রাখে স্বামীর'পরে,
তা'তেও বিধির বাদ।

বুড়াকালের অত্যাচারে,—
শয্যাশায়ী ক'র্‌লে তা'রে,
জেগেই পোহাই রাতি ;
দিন কাটেত' কাটেনা রাত,
মাসেক পরে গেল হঠাৎ,—
নিব্‌ল জীবন-বাতি।

কতক দুখে, কতক ভয়ে,
শরীর এল অবশ হ'য়ে
ভাঙ্‌ল সুখের হাট ;
খ'য়ের রাশি ছড়িয়ে পথে,
চ'ল্‌ল নিয়ে শবের সাথে,—
যেথায় শ্মশান-ঘাট।

গুঁড়িয়ে শাঁখা, সবাই মিলে,
চিতায় মোরে বসিয়ে দিলে,
বাজ্‌ল শতেক শাঁখ ;
লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট,
ধোঁয়ায় চিতার আধ্‌ ভিজা কাঠ,
উঠ্‌ল গর্জ্জে ঢাক।

*

(২)

রোমে, রোমে, শিরায়, শিরায়,
জ্বালা ধরে,—প্রাণ বাহিরায়,—
মরি বুঝি ধোঁয়ায় এবার !
আচম্বিতে—চীৎকার রোলে—
চিতা ভেঙে পড়িলাম জলে,
মাঝি এক নিল নায়ে তার ।
যত লোক করে 'মার মার',
আমার ত' সংজ্ঞা নাই আর ;
যবে ফিরে মেলিনু নয়ান,
দেখি, এক কুটীরের মাঝে
সেই মাঝি—আছে বসে কাছে,—
যে মোরে জীবন দেছে দান ।
কয়দিন গেল শুধু কাঁদি ;
শেসে তারে করিলাম 'সাদি',
ভুলিলাম ক্রমে যত ক্লেশ ;
আগুনে গিয়েছে জ্ব'লে রূপ,
তবু ভালবাসে পোড়া মুখ,
সুখে দুখে দিন কাটে বেশ ।

*   *   *

খেয়া দেয় মরদ জোয়ান,
আছে আরো দেড় বিঘা ধান ;
আমি নিজে মিশি বেচি মা,—
শুনিলেত'—পোড়া কেন গা' !'

চিত্রার্পিতা

কে তুমি মহিমাময়ী, অয়ি চিত্রার্পিতা,
ধরিয়াছ বীণা-ছাঁদে শিশুরে আপন ?
কচি মুখ খানি তার, চুলে ভরা মাথা,
দেখাইছ স্নেহভরে ; করিয়া গোপন

নিজ মুখ, মাতার উচিত মহিমায় ;
আকর্ষিতে দৃষ্টি শুধু সন্তানের পরে,
নিজরূপ অপ্রকাশ রেখেছ হেলায় ;
জননী তুমিই বটে—বিধাতার বরে ।

দেখা যায় শিরে রুক্ষ কবরী তোমার,—
প্রবাসে কি পতি তব ?   অয়ি মৃদুপাণি !
পাশে যে কুক্কুর তব—হায়, সে কাহার ?—
কোথা তিনি ?—সেথা কি যায় না ছবিখানি ?

তাই কি, নয়ন-জল করিতে গোপন,—
বসেছ—ফিরায়ে হায় মু'খানি আপন ?

মমতাজ

হে সুন্দরী, অয়ি মমতাজ !
শোন গো তোমার জয়,
শোন সৌন্দর্য্যের জয়,
বিশ্বময় শুধু ওই আজ !

সৌন্দর্য্য-দেবতা তুমি রাণী !
প্রেমের প্রতিমা তুমি,
তোমার সমাধি-ভূমি—
প্রেমিকের চির মৌন বাণী !

সম্রাটের মমতা-পুতলী !
মোমের রচিত দেহ,
ফুলের রচিত গেহ,—
ছেড়ে তুমি কোথা গেলে চলি' ?

তোমার তনুর অনুরাগে,
দেখগো, পাথর কিবা
পুঞ্জিত ফুলের শোভা
ধরিয়া, তোমারে ঘিরি' জাগে !

সম্রাটের রত্নময়ী তাজ !
ইষ্টদেবী শাজাহাঁর,
দেখিলে না একবার—
কি ধনে মণ্ডিত তুমি আজ ?

যাদুঘর

যাদুঘরের কবাট পড়ে,
মায়াদেবীর টনক নড়ে,
যেথায় ছিল যে,—
মায়ার কলে,—নূতন বলে,-
উঠ্‌ল সে বেঁচে !

মমি

পাশ মোড়া দিয়া, ঢাকন ঠেলিয়া,
জাগিয়া উঠিল 'মমি',
মিশরের যত বুড়া যাদুকর
দাঁড়া'ল তাহারে নমি'।

গুঁড়া হ'য়ে পড়ে পুঁথি, বেশবাস,
গুঁড়া হ'য়ে ঝরে চর্ম্ম ;
যত চাহি তত মনে বাড়ে ত্রাস,
তত বাহিরায় ঘর্ম্ম !

বাম হাতে তা'র কবিতার পুঁথি,
হরিতালে মোড়া মুখ,
নয়ন কোটরে অতল আঁধার ;
দুরু দুরু কাঁপে বুক !

অতি ক্ষীণ স্বরে, কহিল, সে ধীরে,
সোঙরিয়া 'রমেশেশ্',—
"নীল নদ নীরে ঘন শরবন,
তীরে সে মিশর দেশ ;

আমি সে দেশের রাজার সভায়
ছিলাম প্রধান কবি ;
আজি কেহ নাই বুঝিতে সে বাণী,—
বুঝিতে সে সব ছবি ।

কমলের বন হয়েছে উজাড়,
মৃণালে সে শোভা নাই ;
কালি যেথ ছল রাজার প্রাসাদ,—
বি । আজি সে ঠাঁই ।

মরেছে হরিণ হ'ল বহুদিন,
ছিল তবু মৃগনাভি ;—
তিলে তিলে ক্ষ'য়ে মোর গাথা সনে
ফুরাইবে—তাই ভাবি ।

আছিল যখন মিশরের দেহে
শকতি-সতেজ প্রাণ,—
পৃথিবী তখন স্থপতি কলার
পায়নিক' সন্ধান,

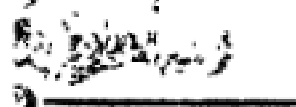
স্নায়ু ও শিরায়, যবে, হাতে, পা'য়,
ক্ষীণ হ'য়ে এল বল,—
স্থপতি, ভাস্কর, কবি, চিত্রকর,
বাঁচিতে করিল কল !

কূপের সলিল ছড়াইতে যাচে
শুকায়ে উঠিল কূপ,
পাথরের চাপে মরেছে মানুষ,
পুরী মরু সমরূপ।

কে দেখিবে ছবি, প্রতিমা, দেউল,
কে শুনিবে আজি গান ?
মরিয়াছে মৃগ তৃষায় পাগল,—
বোঝেনি—মরুর ভাণ।”
পাশ-মোড়া দিয়া ঢাকনের তলে
ঘুমায়ে পড়িল ‘মমি’,
কে কোথা লুকা’ল কিছু না বুঝিনু
উঠিনু যখন নমি’।

যাদুঘরে অন্ধকার।
ঘোরে কত জানোয়ার।
ডাকে কত পাখী,
মাছ কিল্ কিল, সাপ হিল্ বিল্,
শিলা মেলে আঁখি।

তা’ সবে এড়ায়ে ছাড়ি হাফ,
তাড়াতাড়ি—একেবারে নেমে পড়ি, গোটা কুড়ি ধাপ ;
‘মায়ার সহিত
আসি উপনীত—’
যেথায় সাজান’ শুধু পাথরের চাপ।



যক্ষ-মূর্ত্তি

তা'রি মাঝে, দেখিলাম অপরূপ—
পাষাণে খোদিত, এক মনোরম—মদনের যূপ !
মত্ত যক্ষ-রাজ,
মুরজার লাজ—
ভাঙিতে, যতনে এত, তবু সে বিরূপ !

শিশু-কাম দিতেছে বসনে টান,
কুবের সাধিছে ধরি'—'রতিফল' করিবারে পান ;
বাধা দিয়া তায়—
দ্বিগুণ বাড়ায়,
আগুন জ্বলিলে আর নাহি পরিত্রাণ,

"কথা রাখ—আর ফিরায়োনা মুখ,
এবার—পড়েছ ধরা, সুখে যে দ্বিগুণ দেখি বুক।
মুখে শুধু রোষ,
মন পরিতোষ,
কি যে স্বভাবের দোষ—তবু দিবে দুখ।"

কত যুগ অমনি কেটেছে, হায়,
সাধিতে বিরতি নাই, তবু মুখ কভু না ফিরায়।
তবু, পেতে হাত—
কাটে দিন রাত,
মূলে সে হারাত হ'লে, কি হ'ত উপায় ?

কত যুগ অমনি গিয়েছে চ'লে !
ধরিয়া রয়েছে, তবু আনিতে পারনি তারে কোলে ;
আর তুমি,—পাশে,—
স্ফুরিত উল্লাসে,—
স্থির যে র'য়েছে আজো—সে পাষাণী ব'লে।

মমির হস্ত

(১)

কার দেহে, কোন্ কালে, লগ্ন ছিলে তুমি,—
নীলিমা-মণ্ডিত, ক্ষুদ্র, কঙ্কালাগ্র কর ?
তার পর কত গেছে সহস্র বৎসর—
রক্ষা-লেপে লিপ্ত হ'য়ে লভিয়াছ ভূমি ?

কবে সে—কবে সে হায়, গেছে তোরে চুমি',
মানবের সঞ্জীবন তপ্ত ওষ্ঠাধর
শেষ বার ? হায়, কত যুগ-যুগান্তর
আগে, শিশুর আগ্রহ স্পর্শিয়াছ তুমি

জননীর বুক ; কত খেলিয়াছ খেলা,—
কত নিধি উৎসাহে ধরিয়া ফেলে দেছ,—
প্রথম যৌবনে কত করিয়াছ লীলা ;
নব রক্তোচ্ছ্বাসে সাজি, কতই খেলেছ—

লয়ে নিজ কেশ, বেশ, নয়ন, অধর
আজ অস্থিসার—তবু মুগ্ধ এ অন্তর !

(২)

রাজদণ্ড হয় ত' গো ধরিয়াছ তুমি,
আজ তুমি কাচ পাত্রে কৌতুক-আগারে !

আজ গ্রাহ্য কেহ নাহি করে গো তোমারে,
দিন ছিল, হয় ত' কৃতার্থ হ'ত চুমি,
জনমিয়া ছুঁয়েছিলে কোথাকার ভূমি,
আজ তুমি কোথা, হায়, কোন্ দূর দেশে !

আজ ভালবেসে তোমা' কেহ না পরশে,
প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের এবে ক্রীড়নক তুমি,
ওই তুমি—চিন্তাজ্বর করেছ মোচন,—
গোপন করেছ হাসি, মুছেছ নয়ন ;

ওই তুমি—হয় ত' গো করেছ রচন
ফুলহার,—কারো তরে কুসুম শয়ন !
দেহচ্যুত, অবজ্ঞাত, হায়রে উদাসী,
ভালবাসা চাহ যদি—আমি ভালবাসি !

ডাক টিকিট

ডাক টিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি,
যদি তা' পুরাণো হয়—ব্যবহার করা,
ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা স্বদেশী, বিদেশী ;—
তা' সবে পরশি' যেন হাতে পাই ধরা !

যুক্তরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি দ্বীপ হ'তে,—
মিশর, সুদান, চীন, পারস্য, জাপান,
তুর্কী, রুষ, ফ্রান্স, গ্রীস হতে' কত পথে
এসেছে, চড়িয়া তারা কত মত যান!

কেহ আঁকিয়াছে বুকে—নব সূর্য্যোদয়,
শান্তি দেবী—কারো বুকে—তুষার পর্ব্বত,
হংস, জেব্রা, বরুণ, শকুনি, সর্পচয়,
কারো বুকে রাজা, কারো মানব মহত;—

যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ড্রাগন ভীষণ,
দীপ্ত সূর্য্য, সূর্য্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,
ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প জলযান,
দেবদূত, অর্দ্ধচন্দ্র, মুকুট, বিষাণ!

কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা!
কেহ বা এসেছে মাখি' পার্থিনন-ধূলি!
নায়েগ্রা-গর্জ্জন বিনা কিছু জানিত না,—
এমন ইহার মধ্যে আছে কতগুলি!

কেহ বা এনেছে কারো কুশল সংবাদ—
মাখি' মুখামৃত, বহি' সাগ্রহ চুম্বন!
কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ;
কেহ অনাদৃত, কারো আদৃত জীবন!

সকল গুলিই আমি ভালবাসি, ভাই,
সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাঁই!

উল্কা

তিমিরের মসীলেপ নিমেষে ঘুচায়ে
বিশ্বচিত্রপট হ'তে,—পরিস্ফুট করি'
প্রত্যেক পল্লবে, শাখে, তৃণে, জলাশয়ে,
দেউলে, প্রাসাদে, পথে,—ফুটাইয়া, মরি,

ভুজপাশে বদ্ধ সহচরে,— চকিতের মত,
জ্যোৎস্না-খণ্ড-রূপে হায়, চকিতে আবার
কোথায় ডুবিলে উল্কা ? তারা লক্ষ শত
মুদিল নয়ন, হেরি এ দশা তোমার।

কোথা ছিলে ? কোথা এবে চলিয়াছ, হায়
সূর্য্যতেজে পুড়িতে কি পড়িতে ভূমিতে ?
অথবা, অনন্ত কাল অভিশপ্ত প্রায়—
অনন্ত অতলে শুধু রহিবে নামিতে ?

ছিলে কি জীবের ধাত্রী পৃথিবীর মত ?
কিম্বা চিরবন্ধ্যা, শুধু, ধ্বংস তোর ব্রত !

স্বর্ণ-গোধা

স্বর্ণ জিনি বর্ণ তোর, নয়ন-রঞ্জন,
স্বর্ণ-গোধা ! ভ্রম হয় স্বর্ণ ময় ব'লে,—
তনু তোর। ঘৃণ্য কিন্তু তোর পরশন ;
নাহি জানি কালকেতু ভুলিল কি ছলে।

সেকি তোরে ভেবেছিল খণ্ড সুবর্ণের ?
ত্বরান্বিত তাই বুঝি গেছিল কুড়াতে ?
শেষে নিজ ভ্রান্তি বুঝে—মর্ম্মরে পর্ণের—
তীরে বিঁধে এনেছিল অনলে পোড়াতে।

স্থির তুমি থাক যবে, উজ্জ্বল বরণ !
প্রীতি লভে বিমুগ্ধ নয়ন ; কিন্তু হায়
অঙ্গভঙ্গী আরম্ভিলে—আপন নয়ন
ঘৃণা ভরে মুদে যায়, ফিরে নাহি চায়।

জড়মতি রূপসীর অপরূপ হাসি,—
মন হ'তে যেমন মমতা দেয় নাশি।

প্রবাল-দ্বীপ

তিমিরে, তিমির অস্থি যেথা হয় শিলা,
ছিদ্রময় স্পঞ্জ-পুষ্প যেথায় বিকাশ,
সেই সাগরের তলে, সুখে করে বাস—
প্রবাল-দম্পতী এক ;—নিত্য নব লীলা।

দিনে দিনে প্রবালের বাড়ে পরিবার,
কত জীয়ে, কত মরে—রাখিয়া কঙ্কাল,
পঞ্জরের বাড়ে স্তূপ, যত যায় কাল ;
অজ্ঞাতে পূরণ করে ইচ্ছা বিধাতার।

স্তূপীকৃত যুগান্তের প্রবাল-পঞ্জর—
কোটি কোটি প্রাণ-পাতে হ'য়ে সংগঠিত,
কোটি হৃদয়ের রক্তে হ'য়ে সুরঞ্জিত,—
একদিন তুলে শির সিন্ধুর উপর।

পলি পড়ে, শঙ্খ চরে, জাগে নব দ্বীপ,
ধৈর্য্যশীল প্রবালের যশের প্রদীপ !

আগ্নেয় দ্বীপ

পার্শ্বে তা'রি,—সাগরের গূঢ় তলভূমে,
আচম্বিতে সমুত্থিত মহামন্দ্ররব,
আচম্বিতে মাটি ফাটি', পর্ব্বত ভৈরব
তুলে শির ; স্তব্ধ ঊর্ম্মি ভয়ে তা'রে নমে।

আগ্নেয় উৎপাতে ত্রস্ত জল-জন্তু-দল,—
কালক্রমে পুনঃ যবে হইল নির্ভয়,—
থামিল কম্পন, দূরে গেল তাপচয়,
দেশান্তের পান্থ পাখী করি' কোলাহল—

উড়ে গেল ;—পড়ে গেল চঞ্চু হ'তে তা'র
বিস্ময়ে—শস্যের শীষ অভিনব দ্বীপে ;
শ্যামল হ'ল সে কালে জীবের আগার,
দাঁড়াইল মৌন মুখে বিধাতা সমীপে।

একে ধৈর্য্য অলৌকিক ! অন্যে তেজোবল !
তপস্যার প্রতিভার—পরিপূর্ণ ফল।

মুল ও ফুল

ফুল—শুধু দেখাইতে চায়
আপনারে রৌদ্রে জোছনায় ;
সমীরে করিতে চায় খেলা,
সারা বেলা রঙ্গ করে মেলা।
অলি বলে দাঁড়া' ওলো যুঁই।
"এই ছুঁই—এই তোরে ছুঁই।"
ফুল বলে "দুলেছি হাওয়ায়—
আয় অলি এই বারে আয়।"
পাতা পরে মাথা যায় ঠুকে
অলি সে পলায় অধোমুখে।

মূল—শুধু লুকাইতে চায়
অন্ধকারে মাটির তলায় ;
খেলাধূলা গিয়েছে সে ভুলে,
কখন্ বা দেখে মাথা তুলে ?
কাজ—কাজ—জানে শুধু কাজ,
কাল যথা তেমনি সে আজ।
মাটি হ'তে শোষে শুধু রস,—
পাতা ফুল রাখে সে সরস,
কাজ সদা—নাহিক কামাই,
ফুলদল—বেঁচে আছে তাই।

ফুল সে রাজার মত থাকে,
মূল সে চাষার মত পাঁকে।
মাঝে, শাখা পাতার সমাজ,—
গন্ধ, রস, ভুঞ্জে তিন সাঁঝ।

ফুলহীন মূল কত আছে,
মূলহীন ফুল কই বাঁচে ?
ফুল ঝরে—ফুটে পুনরায়,
মূল গেলে সকলি ফুরায়।
ফুল তবু উঁচুতেই থাকে !
মূল সে চাষার মত পাঁকে

ঝড় ও চারাগাছ

ঝড় বলে "উড়ে গেল বড় বড় গাছ,—
এখনো আছিস্ ? আয়, উপাড়িব তোরে।"
"থাক্, থাক্" বলে চারা "না-না থাক্ আজ,"
না শুনিয়া কথা, তারে ঝড় ধরে জোরে।

পাড়ে ভূমি' পরে আহা ; একি অকস্মাৎ
উঠে চারা, মল্ল সম আস্ফালি' পল্লব,—
রক্তবীজ যুঝে যেন আপনি সাক্ষাৎ,—
নুয়ে পড়ে ভূঁয়ে, তবু, যুঝে অসম্ভব।

হর্ষে রবি ঢালে শিরে সোনার কিরণ,
শ্রান্তি বিদূরিতে মেঘ হর্ষে ঢালে জল,
বৃষ্টি জলে রৌদ্রে মিলে—হীরকে হিরণ,
ঝলমল তিন লোক, হাসে পরীদল।

লজ্জায়, পলায় রড়ে, ঝড় দেশ ছেড়ে,
ত্রিলোকের আশীর্ব্বাদে চারা উঠে বেড়ে।

জীবন-বন্যা

তিমির মগন গগন ঘিরিয়া
একি নব উচ্ছ্বাস !
স্পন্দিত করি' লক্ষ তারকা
জাগিছে রশ্মি-ভাস্ !
বঙ্গসাগরে করি' আজি স্নান
গাহিছে সমীর প্রভাতেরই গান,
জুড়ায় নয়ান, জুড়ায় পরাণ,
হাস্‌রে জগৎ হাস্ !
ছুটিছে তন্দ্রা, ছুটিছে স্বপন,
ওই শোন শোন কল আলাপন,
উঠিবে অচিরে উজল তপন,
নাহিরে নাহি হ্রাস।
উঁকি দিয়ে হাসে ত্রিদিব-কন্যা,
বাঁধ ভেঙে আসে কিরণ-বন্যা,
স্রোতে ফুল পারা ভাসে ডুবে তারা,
নয়ন মেলে আকাশ।
যুগ যুগ ধরি' তামসীর মাঝে—
নিষ্ফল আঁখি মেলিয়াছিল যে,
নিশা শেষে দিশা লভিল, সে আজ
লভি' নব আশ্বাস।
নাহি ভয় আর নাহি শোক চিতে,
নিদ্রার শেষে নব শক্তিতে—
মানবের হাটে ছুটেছে বাঙালী
ধরি' নব অভিলাষ।

কে রোধিতে পারে　　পথ আজি তার ?
কে বাঁধিতে পারে　　নির্ঝর-ধার ?
ক্ষুদ্র বামন　　চরণ ছায়ায়
ত্রিলোক করিবে গ্রাস।

বাজাও শঙ্খ,　　বাজাও বিষাণ,
মুক্ত গগনে　　উড়াও নিশান,
(আজি) কিরণে, তপনে,　　পবনে, জীবনে,
অভিনব উল্লাস !

কোন্ দেশে

(বাউলের সুর)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চ'ল্‌তে গেলেই—
দ'ল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথা ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পা'ব—
বাউল সুরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

সন্ধিক্ষণ

এতদিনে। এতদিনে বুঝেছে বাঙালী
দেহে তার আজো আছে প্রাণ !
এ জগতে যোগ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আমরাও ক'রে নেব স্থান।
যে খুসী টিট্‌কারী দিক
অন্তরে বুঝেছি ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ !

পথে ঘাটে দেখ চেয়ে অন্দরে বাহিরে
দেশহিতে বিলাস বর্জ্জন,
বিরাট সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া
লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ।
যেথা যে বাঙ্গালী আছে,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে,
শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙ্গালী,
মনে হয় আর মোরা রবনা কাঙালী।

এ বড় আশার দিন—পণ্য স্বদেশের
সবে তুলে লয়েছে মাথায় ;
এবার পরীক্ষা হ'বে প্রতিজ্ঞার বল,
ভগবান্ হউন সহায়।
ভুলেছিনু মনুষ্যত্ব
বিলাস ব্যসনে মত্ত,
ভুলেছিনু পৌরুষের স্বাদ,—
কে জাগালে সে পৌরুষ ?—সিংহের আহ্লাদ !

এ বড় সঙ্কট কাল—পণের রক্ষণ,—
আমাদের ভ্রম পদে পদে,
সতর্ক জাগ্রত যেন রহি সর্ব্বক্ষণ
নাহি ডুবি কলঙ্কের হ্রদে।
স্মরি স্বদেশের দুখ—
মাতা-পত্নী-কন্যা-মুখ—
নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ—
"বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবন।"

দরিদ্র দেশের কোলে দরিদ্রের বেশ
আমাদের সাজিবে সুন্দর,
'খাটো দেহে খাটো ধুতি'—লজ্জা কিবা তায়
শ্রমের সৌন্দর্য্য মহত্তর।
শক্তিমান দেহমন,
ভীষ্মের মতন পণ,
তার চেয়ে কি আছে শোভন?
জুড়ায় পরাণ মন কি ছার নয়ন?

ভগবান! হীনবলে তুমিই দিয়েছ
এ অপূর্ব্ব নূতন জীবন।
লইয়া অভয় নাম প্রতিজ্ঞা করেছি;
শক্তি দাও রাখিব সে পণ।
নব স্রোত, বঙ্গভূমে,
তোমার নিদেশে নেমে,
সর্ব্বপ্রাণ করেছে সজীব;
হে বরদ! শুভঙ্কর! হে সুন্দর! শিব!

তুমি দাও বুঝাইয়া নিন্দুকে, কুটিলে,—
'বাঙালিও জন্মেছে মানব,
কার' চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙালির দাবী
বৃথা সে করেনা কলরব ;
মঙ্গল বিধান যত,
স্বদেশের সেবা-ব্রত,
আজ সে মাথায় নেবে তুলে ;
মূঢ় সে—যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে !'

'উন্মুক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের পথ,—
চিরধন্য সে পথে কণ্টক দিতে পারে,—
এমন জন্মেনা দাসখত ;
চুক্তির বেতন পাও,—
সর্ত্তমত কাজ দাও ;
যে প্রভু অধিক করে আশ
ব'ল' তারে—কর্ম্মচারী নহে ক্রীতদাস ।'

'অর্থের সম্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব—দেশহিত-ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হব নত ।
এ কথা না ভুলে রই—
'আমি শুধু তুমি নই—
দশের মাঝারে একজন ;
দেশের—দশের শুভে কল্যাণ আপন ।'

এমনো পণ্ডিত-মূর্খ জন্মেছে এ দেশে,—
শুনিবারে সাহেবের মুখে
নিজের বুদ্ধির কথা ; স্বদেশে বিদেশে
"পণ পণ্ড" বলে স্ফীত বুকে ;
নিজমুখে মাখি কালি,
লভে শূন্য করতালি,—
কালি দিয়া দেশের গৌরবে !
হা বঙ্গ ! দিয়েছ স্তন্য ইহাদেরো সবে !

শুনি' পণপত্রে কত রাজভৃত্য, হায়,
সহি করে অস্পষ্ট অক্ষরে !
কি লজ্জা ! এতই ভয় চাকুরির তরে ?—
কি লভিবে দাস্য বৃত্তি ক'রে ?
বাণিজ্যে বসেন রমা,
কৃষি প্রায় তারি সমা,
দুই পন্থা উন্মুক্ত তোমার।
তবু দ্বিধা-কৃত-মন ? জঘন্য আচার !

স্বার্থান্ধ স্বদেশদ্রোহী জান নাকি হায়—
জান নাকি আত্মদ্রোহী তুমি ;
পুত্র পৌত্র অন্নাভাবে মরিবে ; এখনো
প্রসারিয়া লও কর্ম্মভূমি।
কারে কর পরিহাস ?
নিজ স্ত্রীর লজ্জাবাস—
তাও নহে আয়ত্ত-অধীন !
সত্য তুমি অতি দীন—অতি দীন হীন।

আজি যারা অনাগত—ভবিষ্য যাদের
কি মান তাদের কাছে পাবে ?
কোন্ স্বত্ব কোন্ বিত্ত—শ্বরৃত্তি ব্যতীত—
তাহাদের তরে রেখে যাবে ?
কোন্ কর্ম্ম, কোন্ নীতি,
কোন মহত্ত্বের স্মৃতি,—
তাহাদের হবে মূলধন ?
স্মরিয়া তাদের কথা—দৃঢ় কর পণ।

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বর্জ্জন,
চমৎকার! দৃশ্য চমৎকার!
বিলাস-বর্জ্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
অগ্রগামী আজি সবাকার।
বল' রাজপুতানারে,—
বেণী বিসর্জ্জিতে পারে
বঙ্গনারী তাঁদেরি মতন.
অন্তরে সে বীরাঙ্গনা, শৌর্য্যে ভরা মন

শিক্ষক শিখান্ আজি বালকে যুবকে
হইবারে দেশের সেবক ;
যত ধনী মহাজন পণ-বদ্ধ সবে,
ঊর্দ্ধ শিখা উৎসাহ পাবক!
মহাপ্রাণ, সমুদার,
কত শ্লাঘ্য জমীদার
লয়েছেন দেশহিত-ব্রত ;
মুক্তকোষ সবে, প্রাচ্য রাজাদেরি মত।

আর আজি ধন্য তুমি দরিদ্র বাঙালি,—
দিয়েছ সংশয় বিসর্জ্জন
যেন মন্ত্রবলে তুমি মুক্তহস্ত এবে,
কোথা পেলে এত বড় মন !
পরস্পরে এ প্রত্যয়—
যত্নে আসিবার নয় ;
এ রত্ন দেছেন ভগবান !
অন্তরে সঞ্চিত করি' রাখ দৈবদান ।

বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার
কূল প্লাবি' আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই ; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার !
সে জোয়ার এসেছে রে
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে রে নূতন জীবন !
বাঙালি পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন ।

কণা কণা স্বর্ণ ছিল মৃত্তিকার মাঝে,
ধূলি পারা ধূলি মাঝে হারা ;
আজি কোন্ অনির্দ্দিষ্ট ভূগর্ভের তাপে
গ'লে মিলে হ'ল স্বর্ণধারা ।
হার গড়ি সে কাঞ্চনে,
এস সবে, সযতনে—
পরাইব দেশের গলায় ;
জননী ! জনমভূমি ! সাজাব তোমায়

বাহিরের ঝড় এসে ভাঙে যদি ঘর—
কোথা থাকে পুত্র পরিবার ?
অন্তরে প্রবল হাওয়া উঠিয়াছে যদি
নত হও সম্মুখে তাহার।
স্বদেশ, তোমার পানে—
দেখগো উদ্বিগ্ন প্রাণে
কাতর নয়নে চেয়ে আছে।
আশা করে মাতৃভূমি প্রত্যেকেরি কাছে।

পবিত্র কর্ত্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে,
মরেও রাখিতে হবে পণ !
রাজ্যপণে পাশা খেলি', পণরক্ষা হেতু
বনে গেছে হিন্দু রাজগণ।
বিদেশের মুখ চেয়ে,
শতেক লাঞ্ছনা সয়ে,
সংজ্ঞা যদি এসেছে আবার,—
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া, শীঘ্র লও কার্য্যভার।

এদিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি যে হবে—
দেখ বুঝে অন্তরে সে কথা ;—
আশা ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয়,
শত দিকে পাবে শত ব্যথা ; —
শত্রু সে পাড়িবে গালি,
দু'গালে পড়িবে কালি,—
আমল পাবেনা কারো ঠাঁয়ে
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে।

জাতিত্ব গৌরব যাবে অঙ্কুরে মরিয়া,
ঝরিবে রে আধ-ফোটা ফুল ;
ভগবান ! রক্ষা কর—শক্তি কর দান,
প্রভু ! মোরা হয়েছি ব্যাকুল !
দুর্ব্বলের বল তুমি !
দীনের শরণ-ভূমি !
আশ্রয় লইনু তব পায়,
লজ্জা-নিবারণ সখা ! হও হে সহায় !

কে আছ হে ধনবান আন' স্বর্ণ-ধন,
কায়ক্লেশ আন' শ্রমী যেবা,
শিল্পী আন' নিপুণতা, উদ্যোগী উদ্যম,
সবে মিলি কর মাতৃ-সেবা ।
পরিশ্রমে নাহি লাজ
আপনি চাষীর কাজ,—
করিতেন রাজা মিথিলায় !
মন্ত্রদ্রেষ্টা স্রষ্টা ঋষি আদি সূত্রধার !

সুবেশ রাখাল-বেশ সকলি ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে ;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে ।
আত্মতেজে করি' ভর—
কর্ম্মে হও অগ্রসর !
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুগ' ;
বঙ্গ-ইতিহাসে হের এল স্বর্ণ-যুগ !

হেমচন্দ্র

বঙ্গের দুঃখের কথা, সদা করি গান,
দুখের জীবন তব হ'ল অবসান,—
হে কবীন্দ্র ! হেমচন্দ্র ! চলে তুমি গেলে,-
সে কি গাহিবারে গান দেবসভাতলে ?
বাসবের সভাতলে কি গাহি'ছ গান ?—
ভারত-ভিক্ষার কথা ? কিম্বা ভিন্নতান,—
গাহি'ছ,—কেমনে বাস করিল পাতালে
দুর্বৃত্ত বৃত্রের ত্রাসে, বাসব সদলে,
পরাজিত অধোমুখ ; বর্ণিতে তাদের—
গাহিতে গাহিতে হায়—চাহিছ কি ফের
অতি নিম্নে—পরাজিত ভারতের পানে ?
—তোমার সে মাতৃভূমি—সুধা যা'র স্তনে,-
তা'র কথা স্মরি' কি ঝরি'ছে আঁখি-জল ?
জিজ্ঞাসে কি অশ্রুর কারণ দেবদল ?
কি বলিবে, হায় কবি, কি দিবে উত্তর ?
অন্তর্য্যামী জানিছেন তোমার অন্তর ।

দুর্য্যোগ

কি যেন মলিন ধূমে, কি যেন অলস ঘুমে,
আকাশ রয়েছে ঢাকা সব একাকার ;
ছায়া-ম্লান তরু-শির, প্লাবিত তটিনী-তীর,
বিরাম বিশ্রাম আর নাহি বরষার !

ঊষার কনক হাসি, আর না জাগায় আসি'
হৃদয়ে উদ্দাম আশা, আনন্দ অপার ;
এখন নিশির শেষে, রুগ্ন বালিকার বেশে—
জীবন জাগায় এসে মরণ সাকার !

তাপহীন, দীপ্তিহীন, এমনি চলেছে দিন ;—
বঙ্গের এ দুর্য্যোগের নাহি বুঝি শেষ !
এ জল ফুরাবে না রে, এ আঁখি শুখাবে না রে ;
ঘুচিবে না বুঝি আর এ মলিন বেশ ।

কত দিন আলো নাই, ভুলে যেন গেছি তাই,
কে বলিবে ছিল কি না ?···মূকের স্বপন ;
কবে নাকি, স্বর্ণ ছবি, পূরবে গৌরব রবি
উঠেছিল একবার, হয়গো স্মরণ ।

কিরণ পরশে তা'র দেশে এল হর্ষভার,
সে দিন প্রথম, বুঝি, সেই দিনই শেষ ;
এসেছিল পথ ভুলে তাই ত্বরা গেল চলে,
প্রভাত সে না পোহাতে শূন্য হ'ল দেশ !

প্রিয়জন উপহার— শুকাইলে ফুলহার,—
তবু কি ফেলিতে তা'রে পারে কোনো জন ?
গেছে বর্ণ, গন্ধ যত, কর্কশ কাঁটার মত,—
তবু সে যে প্রিয়-স্মৃতি, যতনের ধন।

তাই—পূর্ণ অনুরাগে ; আজিও হৃদয়ে জাগে
সে কাহিনী, মেঘে যেন ক্ষণপ্রভা খেলে ;
জানি সে বিফল, হায়, নাহি প্রাণ শূন্য কায়,
আগুনের গুণ কি গো ভস্মে কভু মেলে ?

এল গেল নিশি দিন, মলিন, লাবণ্যহীন,
এ বরষা ফুরা'লনা, শুকা'লনা জল ;
আকাশ, পৃথিবী নাই, দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই,
প্লাবনে হয়েছে এক অকূল অতল !

আমরা ডুবিয়া আছি, মরেছি কি বেঁচে আছি
জানিনা, প্রকৃতি মাগো, ডেকে নে জুড়াই :
দক্ষিণ দুয়ার খুলে ডুবাও গো সিন্ধুজলে,
হয়েছি পরের বোঝা—ঘরের বালাই।

সেথা নাহি ভেদাভেদ, নাহি মা মনের ক্লেদ,
ঢেকে দে বঙ্গের মুখ, বেঁচে কাজ নাই ;
অবাধ অনন্ত জল, নাহি তীর, নাহি তল,
মুক্ত পথে ছুটে যা'ব,—দে না মাগো তাই।

তা' যদি দিবিনা, তবে, দেখাস্‌নি ও বিভবে,—
শরতের শুভ্র হাসি, বসন্ত-বিলাস ;
যাহারে সাজে, মা, হাসি, তাহারে দেখাস্‌ আসি—
বিচিত্র বরণে আঁকা তোর 'বার মাস'।

যা'রা জগতের কাছে নতশির হ'য়ে আছে,
জগতের কোনো কাজে নাহি যা'র যোগ ;
হৃদয়ে নাহিক বল, জীবনে তা'র কি ফল ?—
আলোকে পুলকে তা'র শুধু কর্ম্মভোগ।

দিস্‌ না, মা, নাহি চাই, আমাদের কাজ নাই—
হৃদয়-মাতান' তোর নব রবিকর ;
থাক্‌ এই অন্ধকার, মলিনতা বরষার,
ক্ষুদ্র মোরা, তুচ্ছ মোরা, জগতের পর।

বরষার নিবিড়তা দিক্‌ প্রাণে আকুলতা,
আপনা চিনিব তবু, আপনা চাহিয়া ;
সৌন্দর্য্য নিবিয়া যাক্‌, ধরণী ডুবিয়া থাক্‌,
আপন দারিদ্র্য শুধু উঠুক ফুটিয়া।

অন্তহীন অবসাদ, দিক্‌ প্রাণে নব সাধ,—
যেতে জগতের কাজে উৎসাহ দ্বিগুণ ;
আয় বরষার ধারা, আয় গো আঁধারি' ধরা,
কালিমা ঢেলে দে, হৃদে জ্বেলে দে আগুন !

আশ্বিন ১৩০৭ সাল।

বঙ্গজননী

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্ বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে।
ঢল ঢল্ নয়নযুগল জল ভরে পড়্‌ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরায় ধূলা আছে চুমি' ?
কে মা তুই কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?

মা তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে,
অন্ন-সুধা বঙ্গে ফেরে গরল হ'য়ে সর্ব্বনেশে!
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে, চেয়ে,
অন্নবসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে।
বল্ মা শ্যামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙ্‌বে নাকি ?
ধন্য হ'তে পারবো মা মা তোমার মুখের হাসি দেখি ?

ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেম্‌নি হাসি!
চরণতলে সপ্ত কোটি সন্তানে তোর মাগেরে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগে রে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিণী মূর্ত্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি।

'স্বর্গাদপি গরীয়সী'

বঙ্গভূমি! কেন মাগো হইলে উর্ব্বরা?
তাই, মা, নয়ন-বারি ফুরা'ল না তোর;
স্বর্গ হ'তে গরীয়সী জন্মভূমি মোর,
এ স্বর্গে দেবতা কই? দেখা'য়ে দে ত্বরা।

বল্ মোরে, কোন্ হেতু, সুপ্ত আজি তারা?
অথবা, মগন কোনো তপস্যায় ঘোর?
কবে ধ্যান ভাঙিবে গো,—নিশি হ'বে ভোর?
কবে, মা, ঘুচিবে তোর নয়নের ধারা?

অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প-তরুবরে,
দেবতার কামধেনু দানবে দুহি'ছে!
আজি হ'তে অন্বেষি' ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র?—ব'লে দেগো, কাঁদিস্‌নে মিছে।

সে যে তোরে অস্থি দিয়ে গ'ড়ে দিবে অসি;
অয়ি বঙ্গ! অয়ি স্বর্গ! অয়ি গরীয়সী!

আষাঢ় ১৩০০ সাল।

আশার কথা

জননী গো—আজি ফিরে,—
জাগিতেছে তব সন্তান সব
গঙ্গার উভতীরে!
বাড়িতেছে তব কুটীরে,
ললিত বক্ষ-রুধিরে,
সন্তান কোটি কোটি গো,
দৃঢ় উন্নত শিরে!
আর নহে কেহ অসুখী,
জননীর ভার শিরে আপনার
তুলে নেছে নব-বাসুকি,—
শত সহস্র শিরে!

উজ্জ্বল হাসি গানে,
ক্ষোণী বাজিতেছে সিন্ধুর তীরে,
কর্ক্করী বাজে কাননে;
নব সঙ্গীত গাহিছে,
নূতন তরণী বাহিছে,
পরাণ নূতন চাহিছে,—
বিশ্ব-বিহারী নূতনে!
দখিণে গেছে অগস্ত্য,
পশ্চিমে গেছে ভার্গব, যেথা
সূর্য্য না জানে অস্ত!

গেছে রঘু প্রাগ্‌জ্যোতিষে,
বিশ্ব ছেয়েছে দলে, দলে, দলে,—
ভিক্ষু, শ্রমণ, বোধীশে ;—
দীপ্তি বহি' তিমিরে !

ধনপতি সে শ্রীমন্ত,—
সিংহল-জয়ী বিজয় সিংহ,—
কীর্ত্তি-কথা অনন্ত !
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সিদ্ধ,
বীর্য্যে—উদার, স্নিগ্ধ,
আচারে জগৎ মুগ্ধ,
সেবায় নহেক' ক্লান্ত ;—
হেন সন্তান, আজ,
আইল কি পুনঃ আলয়ে তোমার,—
ঘুচাইতে দুখ, লাজ ?
তোমারি মন্ত্র-ভাষা গো,—
পূত, সুললিত, সঙ্গীত জিনি'
অন্তর-পরকাশা গো ;—
জাগিছে আজি সে ফিরে !

সপ্ত সাগর তীরে,—
তোমার সপ্ত কোটি সন্তান
শত কোটি হ'বে ধীরে !
(মোরা) নৌকা ভরেছি পণ্যে,
(তুমি) আশিষ' দূর্ব্বা-ধান্যে,

জননী ! তোমারি পুণ্যে—
(মোরা) সকলি পাইব ফিরে ।
নৌকা—ছুটেছে অধীরে !
সাত ডিঙা ধন কোন্ প্রয়োজন ?
ঘিরিয়া ফেলিব মহীরে ;
অচিরে—কিম্বা ধীরে !

দ্বিতীয় চন্দ্রমা

স্বপনে দেখিনু রাতে, হে ভারত-ভূমি,
সাগর-বেষ্টিতা অয়ি মর্ত্ত্যের চন্দ্রমা
কুহকী নিদ্রার বশে সংজ্ঞাহীন আমি,—
শুনিনু মহিমা তব অয়ি বিশ্বরমা ।

দেখিলাম, মহাকুম্ভ সাগরের তলে,
বলিছেন মন্দ্রভাষে নাগদলে ডাকি',
"খুলে দে বন্ধন যত, শিরে ধর তুলে,
অপূর্ব্ব এ ভূমি, আয় দেবলোকে রাখি !

পৃথিবীর গন্ধ নাই—নিষ্কাম ভারত ।
ধর্ম্মের ভবন চির ' দেবযোগ্য দেশ '
ধর্ম্ম-বিভা পৃথিবীরে দিয়েছে নিয়ত,
এবে চন্দ্র সনে প্রভা বিতর অশেষ ।"

সহসা দেখিনু, মুক্ত কপোতের মত
উঠিলে অম্বরে, তুমি, দ্বিতীয় চন্দ্রমা !
চির জ্যোৎস্না হ'ল ধরা, চির আলোকিত
অতন্দ্র যুগল-চন্দ্র—অপূর্ব্ব সুষমা ।

ধর্ম্মঘট

বাদল রাম হাল্‌ওয়াই—
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,
ধর্ম্মঘটের মস্ত চাঁই
দেখ্‌তেও ঠিক পালোয়ান।
মোটা রকম বুদ্ধিটা, তার
গলার স্বরও মধুর নয়,
কিন্তু যে কাজ কর্ব্বে স্বীকার,—
কর্ব্বে সে তা সুনিশ্চয়।
ছ' ছ' দিনের ধর্ম্মঘটে
বিকিয়েছে সর্ব্বস্ব তার,
অন্ন মোটে আর না জোটে
তবুও কাজে যায়নি আর।
হোথায় যত সওদাগরে
কাম্‌ড়ে মরে নিজের হাত,
হেথায় সে সগোষ্ঠী শুকায়
নাইক পয়সা, নাইক ভাত।
হপ্তা গেল ; পত্নী তাহার
দু'দিন আছে উপবাসে,
যুত্‌তে গাড়ী ব'ল্‌তে গিয়ে,
শিক্ষা ভালই পেয়েছে সে।
শিশুটি তা'র কাণ্ড দেখে
কাঁদ্‌তে যেন গেছে ভুলে,

শান্তমুখো মেয়েটি আজ
ভয়ে ভয়ে নয়ন তুলে।
ছেলে মেয়ের কষ্টে সে যে
মোটেই ছিল নাক' সুখে,
স্পষ্ট সেটা লেখাই ছিল—
তার সে বিষম কাল মুখে ;
তারই সঙ্গে লেখা ছিল
হৃদয়ের বল বিলক্ষণ,
বিকট ঘৃণা, বিষম জ্বালা,
সবার উপর—অটল পণ !
ধনীর ধনের উপরে যে
পরিশ্রমের আছে মান,—
যদিও এটা নাই সে জানে
নয় সে তবু ক্ষুদ্রপ্রাণ।
বাদলরাম ! বাদলরাম !
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান !
বাদলরাম ! বাদলরাম !
দেখ্‌তে শুনতে পালোয়ান !
সূক্ষ্ম নহে বুদ্ধিটা তার,
কণ্ঠস্বরও মিষ্ট নয় ;
কিন্তু যে কাজ কর্ব্বে স্বীকার,—
কর্ব্বে সে তা' সুনিশ্চয়।

পথে

আমার ধূলায়—এত ঘৃণা ;—
আর তুই ধূলামেখে, গাড়ী খান্ পথে দেখে,
ধরিলি আমারে এসে কিনা !

আশ্রয় লইলি মোর কোলে,
ওরে, তোর নাহি ভয়, ভয়ের এ ঠাঁই নয়,
ধূলা দেছ,—মারিব তা' ব'লে ?

শোন্ ওরে পথের বালক,
দূরে চলে গেছে গাড়ী, এই বেলা তাড়াতাড়ি
বাড়ী যা' রে, থাকিতে আলোক ।

চলে গেছে, যাক্—বাঁচা গেল ;
আশ্রয় দিলাম ওরে, সে মোর ধূতির 'পরে—
চিহ্ন এক রেখে গেল কাল ।

সত্য কথা বলিতে কি ভাই,
ধূলা দেখে হ'ল রোষ ; কিন্তু তা'র—কিবা দোষ ?
পথই তা'র খেলিবার ঠাঁই ।

দরিদ্রের শিশু সে যে হায়,
কোথায় আঙিনা তা'র নাচিবার—খেলিবার ?
পথে খেলে, ধূলা মাখি' গায় ।

বিশ্বগ্রাসী, ওগো, ধনিদল ।
দরিদ্রের সকলি ত'— করিয়াছ কবলিত,
পথ মাত্র আছিল সম্বল,—

ছেলেদের খেলিবার স্থান ;
তা'ও সহিল না আর, তা'ও কর অধিকার ?
গাড়ী, ঘোড়া, আনি নানা যান !

বিভীষিকা দেখায়ে এ সব—
ইচ্ছা কি দরিদ্রদলে, পাঠাইতে রসাতলে ?—
ধনহীন—নহে কি মানব ?

অবগুণ্ঠিতা ভিখারিণী

ওরে বধূ, গ্রাম্য-পথ-শোভা,
আজি কেন নগরীর মাঝে ?
কৃষকের গৃহলক্ষ্মী তুই,
বল আজি হেথা কোন্ কাজে ?
তুই কি বিধবা নিরাশ্রয়া ?
স্বামীর স্মিরিতি, শিশুটিরে
বাঁচাইতে, ত্যজি' লজ্জা ভয়
এসেছিস্ গ্রামের বাহিরে ?
অথবা এ কি রে অভাগিনী
কলঙ্কের নিশানা তোমার ?
—ভেবেছিলে বালাই যাহারে,
সান্ত্বনা সে আজি নিরাশার।
কেন বাছা এনেছিস্ শিশুরে ভিক্ষায় ?—
কাঁদে ছেলে,—নিয়ে যা',—নিয়ে যা' ;—
জান না ?—ভিক্ষায় তুমি এনেছ যাহারে,
পিতা তা'র নিখিলের রাজা !

অন্ধ শিশু

শীর্ণ দেহ, শুষ্ক তা'র মুখ,
দৃষ্টিহীন—শিশু এতটুক্ ;
জন্মেছে সে ভিখারীর ঘরে,
জীবন বহিছে অনাদরে।
পিতা মাতা কেহ নাই— কেহ নাই তা'র,
সে এখন অপরের সহায় ভিক্ষার।
অন্ধের দুখের নাহি শেষ,
গ্রীষ্মে শীতে একই তা'র বেশ,—
একই ভাবে সকাল বিকাল,
পথে বসি' কাটায় সে কাল ;
কেহ বা দলিয়া যায়,—কেহ বলে 'আহা',
ব্যথিতের দুঃখ, হায়, কে বুঝিবে তাহা !
না জেনে সে বসিল ফিরিয়া,
পথ পানে পিছন করিয়া ;—
না জেনে প্রাচীর-পাদ-মূলে,
হাতখানি পাতিল সে ভুলে !
নিষ্ঠুর নগরী ওরে, বিদ্রূপের ছলে,
মনে হয়, বিধি তোরে ভৎ'সিলা কৌশলে।

বিকলাঙ্গী

নগরীর পথে, হায়,
কৌতুকের স্রোতে,
পাতিয়া বিশীর্ণ হাত—
প্রাতঃকাল হ'তে,
বসে' আছে পথে !

মুখে নাহি বাণী, গা'য়
ছিন্ন বাস খানি,
বয়স চৌদ্দের বেশী
নহে অনুমানি,
কুব্জা অভাগিনী।

মুখ পানে তবু, কা'র
চাহেনাক' কভু,
যৌবন যদিও আজি
দেহে তা'র প্রভু,—
চাহেনাক' তবু !

সরম-সঙ্কোচে, তা'র
সর্ব্ব দোষ ঘোচে ;
কুব্জারে ঘিরিয়া, ফুল—
ফোটে গোছে গোছে !
সরমে—সঙ্কোচে।

'কুষ্ঠানাদপি'

স্বাগত, স্বাগত, বারাঙ্গনা
তুমি কর ভাব-উপদেশ ;
সোনা সে সকল ঠাঁই সোনা,
যাই হ'ক পাত্র, কাল, দেশ।
পীড়া পেলে পথের কুকুর,
হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত ;—
ব্যথা তা'র করিবারে দূর,
প্রাণ ঢেলে সেবিছ নিয়ত !
উঠিছে সে শ্বসিয়া, শ্বসিয়া,
ঊর্দ্ধমুখ উদ্গাত নয়ন ;
শ্বসিয়া—ধ্বসিয়া পড়ে হিয়া—
তোমারো যে তাহারি মতন।
হাসে লোক কান্না তোর দেখে,
ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টি—উত্তর তাহার !
এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—
এ হৃদয়—উৎস মমতার ?
দেখি' তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরে,
বুদ্ধ তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের—ক্ষণেকের তরে !

বন্যায়

বন্যায় গিয়েছে দেশ ভেসে।
বনস্পতি,—পাখীদলে, নিশীথে, জাগায়ে বলে ;—
"প্রাণ বাঁচা'—পালা' অন্য দেশে।

রক্ষা নাই আমার এবার,
এবার আসিলে হানা, আর আমি টিকিব না,
দেরি তোরা করিস্‌নে আর।"

দেখিতে দেখিতে এল হানা,
বনস্পতি,—গঙ্গাজলে, ছিন্ন মূল,—ভেসে চলে,
তবু তা'রে পাখীরা ছাড়ে না।

"এখন' যা" বলে বনস্পতি ;
পাখী বলে "পুণ্য ম'লে— ভেসেছি গঙ্গার জলে" ;
সুজনের এই ত' পীরিতি।

দেবীর সিন্দূর

সারা রাত, আহতের মত,
শোকাহত আচার্য্য ভাস্কর,—
নিদ্রাগত—শয্যা বিলুণ্ঠিত,
তবু ব্যথা জাগে নিরন্তর।

অকস্মাৎ আসিল চেতন,
বক্ষ হ'তে নামেনি বেদনা ;
শ্বাস যেন পূর্ব্বের মতন
সহজে করে না আনাগোনা।

"আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,
ঘরে ঘরে বাদ্য বাজে নানা ;
সধবারা সাজিতেছে সব,
বিধবা লীলার তাহে মানা।

আছে লীলা বীজাঙ্ক চর্চ্চায়,
মন যেন শান্তির নিবাস ;
সে ধৈর্য্য জানিনা কেন, হায়,
মোর মনে জাগায় তরাস।

মূর্ত্তিমতী শান্তি, মা আমার,
কোনো কথা নাহি তা'র মুখে ;
তবু, তা'র মুখ-চাওয়া ভার,
শেল সম বাজে মোর বুকে।

লীলাবতী—সন্ন্যাসিনী বেশে—
        করিতেছে দীর্ঘ উপবাস ;
পিতা আমি, দেখিতেছি ব'সে,
        চোখের উপরে বারমাস !

ডাকি' লহ মোরে যমরাজ !
        ডাকি' লহ কন্যা পতিহীনা ;
পিতা হ'য়ে করিতেছি আজ,
        সন্তানের মরণ কামনা !

আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,—
        এ উৎসব সকল হিন্দুর ;
সধবারা, চলিয়াছে সব,
        পরিবারে দেবীর সিন্দূর ;—

ব্রাহ্মণী !   এদিকে এস, শোন,
        এখনি করিয়া দাও দূর—
মূর্খ—যত দেবল ব্রাহ্মণ,
        পর' নাক' দেবীর সিন্দূর ।"

শিশুর স্বপ্নাশ্রু

দোলায় শুয়ে ঘুমায় শিশু মায়ের কোলের মত,
মায়ের নয়ন নিয়েছে আজ জাগরণের ব্রত!
পল বিপলে, সকাল সাঁঝে, পাঁচটি মাসের স্নেহ,
হৃদয়টি তা'র ছাপিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দেছে গেহ।
হায় কিশোরী! নূতন খেলা—মানুষ-পুতুল নিয়ে,—
প্রদীপ করে, পলক হারা, তাই কি আছিস্ চেয়ে?
ঘুমায় শিশু, পল্লী ঘুমায়, ঘুমে জগৎ ছায়,
কাজল-কাল চোখের কোণে ঈষৎ হাসি ভায়!
হঠাৎ, কেন চোখ দু'টি তা'র, ছল্‌ছলিয়ে আসে,
ঘুমের ঘোরে, শিশুর চোখে, কোন্ দুখে জল ভাসে?
ঝিনুক বাটীর ঝন্‌ঝনা কি নিদ্রা-ঘোরে ও শোনে?
তাই কি কাঁপে ঠোঁট দু'টি তা'র—অশ্রু চোখের কোণে?
ভয় যে আজো শেখেনিক' মান অপমান নাই,—
কি বেদনায়, ঘুমের ঘোরে, তা'র চোখে জল ভাই?
শিশুর স্বপন—তা'ও কি নহে সুখের ভগবান?
বিভীষিকার বিষম ছায়া তাতেও বিরাজমান?

অঙ্কুর

খদের ধারে, বাতাসে দুল্‌দুল্,
দেখেছিলাম একটি ছোট ফুল ;—
রবির আলোয় আহ্লাদে আকুল !
চটুল চোখে তারার মত চায় ;
হাত-লোভানো মন-ভুলানো তা'য়,
খদের পানে ছুটেছিলাম, হায় ।
কত চড়াই, কত না উত্‌রাই,
তবুও তা'র নাগাল নাহি পাই,
ছিন্ন আঙুল, আকুল চোখে চাই ;
এই সে দেখি, যায় না দেখা আর,-
ওই সে পুনঃ, এম্‌নি বারে বার,
এম্‌নি ক'রে কাছে গেলাম তা'র ।
খাড়া পাহাড়,—ফাটলে তা'র ফুল,
শিলার ফাঁকে বাধিয়ে দে' আঙুল,—
বাড়াই বাহু—আবেগ সমাকুল ।
হঠাৎ—বায়ু বইল ঝুরুঝুরু,
হৃদয়তলে বিষম গুরুগুরু,
নিখিল যেন দুল্‌ছে দুরুদুরু ।
গাছ দেখিনে, শুধু গাছের মূল,—
সাপের মত ঝুলিয়ে দে লাঙ্গুল—
গিরির গায়ে ঘুমেই ঢুলুঢুল্ ।

শুইয়া পড়ি—ঝুঁকিয়া পড়ি ধীরে,
পাইনে নাগাল,—রক্ত নামে শিরে,
নিম্নে তিমির, শিলায় দেহ চিরে।
এবার বুঝি ঠেক্‌লরে আঙুল!
হঠাৎ—একি!—প'ড়্‌ল খ'সে ফুল,—
খটের তলে, বাতাসে ঢুলঢুল!

দুর্দ্দিনে অতিথি

সে দিন হঠাৎ বর্ষা পেয়ে,
কামিনী ফুল ফুট্‌ল বনে;
আমি তাহার একটি গুচ্ছ
তুলে নিলাম পুলক মনে।
ঘরে এসেই দোয়াত হ'তে,
লুকিয়ে, ফেলে দিলাম কালি,
দোয়াতের সে ফুলদানীতে
ফুলটি রেখে দেখ্‌ছি খালি;
জোর বাতাসে, হঠাৎ, ঘরে
ঢুক্‌ল সে এক প্রজাপতি;
রইল রে সে সারাটি দিন,
এক্‌লা ঘরের হ'য়ে সাথী।
অতিথ্‌ হ'ল আমার ঘরে,
প্রজাপতি আপন হ'তেই;
ঝড় বাদলে, ছাড়্‌তে তা'রে,
পার্‌বনাত' কোন' মতেই।

কবাট দিলাম বন্ধ ক'রে,
জানলা দিয়ে দিলাম তাই ;
সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বেলে
ভাবছি ব'সে কত কথাই।
হঠাৎ, উড়ে, আলোয় প'ড়ে,
প্রজাপতির জীবন গেল ;—
হায়, অতিথি ! নয়ন-জলে,
নয়ন আমার ভ'রে এল।
দুর্দ্দিনের সেই অতিথিরে,
হায়, সুদিনের সুপ্রভাতে,—
আমার স্নেহ—পাথেয় দিয়ে,
পেলাম নারে আর পাঠা'তে।
আবার আমি তেম্নি ক'রে,
অনল-দগ্ধ দেহটি তা'র,
রেখে দিলাম ফুলের 'পরে ;
এঁকে নিলাম বুকে আমার !

শ্রাবণ ১৩০৪ সাল।

স্খলিত পল্লব

আহ্লাদে বনানী সাজে মুকুলে পল্লবে,
বসন্তের সারঙ্গের রবে !
নিবিড় শীতল ছায়,
রাখালেরা ঘুম যায়,
পাখী গায় মৃদু কলরবে ;
গাছে গাছে কিশলয়,
নূতনের গাহে জয়,
মৃত্যু জরা পাশরিয়া সবে ।

অকস্মাৎ ক্ষুণ্ণ করি' পল্লবের হ্রদ,
ক্ষুণ্ণ করি' বসন্ত-সম্পদ,—
স্তব্ধ করি' কলরব,—
পল্লবের জীর্ণ শব
লভিলরে নির্ব্বাণের পদ !
কে জানিত শোভা মাঝে,
মরণের পাংশু সাজে,
একজন পার হয় মরণের নদ ?
কাহারো হ'লনা, ক্ষতি, গেল সে লুকায়ে,
নিভৃতে বৃন্তটি শুধু উঠিল শুকায়ে !

গোলাপ

পলে, পলে,—আলোকে, পুলকে,
ভরি' উঠে গোলাপ উষায় ;
স্ফুরিত পাপ্‌ড়ি, দিকে, দিকে,
কচি ঠোঁটে কি বলিতে চায় ?
রৌদ্রের সাগ্রহ আলিঙ্গনে,—
বায়ুর চুম্বনে, উষ্ণ শ্বাসে,—
গন্ধ-ধারা সৃজিয়া কাননে,
কৌতুকী সে—হাসে, শুধু হাসে !
অলি আসে—মধু লয়ে যায়,
থাকে না সে কাজ সাঙ্গ হ'লে,
গোলাপ সে মু'খানি ফিরায়,
শ্রান্তিভরে বৃন্তে পড়ে ঢ'লে ।
রক্তমুখী সন্ধ্যার গোলাপ,
ভাবে বুঝি লাবণ্য বাড়িছে :—
বিষ ঢালে দিনান্তের তাপ,
আর জীবনের আশা মিছে ।
নিশি আসে, শিশির নিষেকে—
শক্তি আর ফিরে নাক' তা'র,
শেষ গন্ধ ক্ষরে থেকে থেকে,
শেষ মধু,—নাহি নাহি আর ।
তার পর নিশান্ত বাতাসে,
দলগুলি ঝরি' পড়ে, হায়,
আলোকের তীব্র পরিহাসে,
ধূলি মাঝে গোলাপ লুটায় !

কুলাচার

বর এল সূতি-ধুতি-পরা,
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা ;
'শুনেছি বনেদী লোক,
তা'দেরো কি ছোট চোখ—
চেলী কভু দেখে নি কি তা'রা ?'
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা।

বাক্যপটু জেঠা মহাশয়,—
বর পক্ষে সম্বোধিয়া, কয়,
"সূতি-ধুতি ব্যবহার
এও নাকি কুলাচার ?
এমন ত' দেখিনি কোথায় !"
হাসি' কয় জেঠা মহাশয়।

বরের সে পিতামহ শুনি',
(বর্ষীয়ান্ নিষ্ঠাবান্ তিনি)
কহেন, "বাপু হে শোন,
কাহিনী অতি পুরানো,
পিতৃমুখে শুনেছি এমনি,—
এসেছিল বৃদ্ধ এক মুনি ;—

এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ
বহুকাল আগে এক দিন ;

সেদিন মোদের গৃহে,
বিবাহের সমারোহে,—
দীর্ঘ জটা, কম্বল মলিন,—
এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ ;—

দেহ গড়—উন্নত শিখর,
দন্ত শ্বেত, হাস্য মনোহর,
দগ্ধ প্রায় 'ধুনী' যেন
দীপ্তিমান্ দু'নয়ন,
দ্রুত পশে সভার ভিতর ;
স্তম্ভিত সকলে যোড়কর।

কহিলা কাঁপায়ে সভাতল,
'শুভকাজে—এ কি অমঙ্গল ?
বিধান দিতেছি আমি,
কথা শোন গৃহস্বামী ;—
পুরোহিত ! কি গ্যাখো, অবাক্ !
দক্ষিণায় বসাব না ভাগ।

চীনবাস পোড়াও সকল,
কার্পাস পরাও নিরমল,
ধনী পাদপের দান,—
কন্থা বরে শোভমান ;
বৃথা শিরে ল'য়োনা এ পাপ,—
ভ্রূণ-জীব হত্যার সন্তাপ।'

মৌন সবে যেন মন্ত্র-বলে,
চীনবাস পোড়ায় অনলে ;
নিষ্পাপ কার্পাস বাস,
পুষ্প সম পুণ্য হাস,
কন্যা-বরে করিল প্রদান ;
অন্তর্দ্ধান সন্ন্যাসী মহান্ !

সেই হ'তে বংশের গৌরব,
সেই হ'তে সম্পদ বিভব,
সে অবধি এ বিধান—
কুলাচারে অধিষ্ঠান,
সে অবধি সব সুলক্ষণ,
পাপ প্রথা করিয়া বর্জ্জন ।"

চমৎকৃত সভামাঝে সবে—
সন্ন্যাসীর পুণ্যের প্রভাবে,
কন্যাপক্ষ তাড়াতাড়ি,
কন্যার রেশমী শাড়ী
ছাড়াইয়া, কার্পাসে সাজায় !
নবোৎসাহে নৌবৎ বাজায় !

তিলক দান

স্নান সারি' সকাল সকাল,
মিঠায়ে ভরিয়া ছোট থাল,
        আপনি চন্দন ঘসি',
        চারি বছরের 'ঊষী'
ফোঁটা দিল, হাসি এক গাল।

দিদি এল পিঠে ভিজে চুল,
ঊষা-স্নানে শীতল আঙুল,
        স্নেহের গৌরবে তা'র,
        মুখে শ্রী ধরে না আর,
মা বলিয়া মনে হয় ভুল !

কার্ত্তিকের প্রভাত বাতাস
এখনো ছাড়িছে হিম-শ্বাস,—
        চন্দন-পরশ, শিরে,
        জাগায় সে ফিরে, ফিরে,-
জাগায় সে স্নেহের আভাস !

আছি মোরা দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
পূর্ণ পথ—ছোট বড় ভায়ে ;
        —আকুল তৃষিত চোখে,
        মলিন—বয়সে শোকে,
মুখপানে কে গেল তাকায়ে ?

শিশু ও বাবা

জড়সড়—শীতে করি' স্নান,
পরিধান—ধুতি পিরিহান,
        শুভ্রকেশ—যত্নহীন,—
        কোথা যাও হে প্রাচীন ?
তুমিও কি মোদেরি সমান ?—

বর্ষীয়সী ভগিনীর গৃহে,
চলেছ কি স্নেহের আগ্রহে ?
        অথবা, অভ্যাস বশে,
        অতীত মৃতের দেশে,
খুঁজিয়া ফিরিছ সেই স্নেহে ?

এস, এস, মোদের পুলক—
পুনঃ তোমা করিবে বালক !
        ক্ষুধিত ললাটে তব—
মোরা দিব—মোরা দিব ;—
        স্নেহদান—চন্দন-তিলক ।

শিশুর আশ্রয়

নবীর গড়ন শিশুটি ;
মা তাহার এক বেনিয়ার দাসী,
দিনে রাতে কাজ—নাই

শিশু—কাছে কাছে থাকে,
জল ঘাঁটে, কাদা মাখে,
ছুটে আসে শুনে মা'র স্বর ;—
কবে অবসর হবে,
কবে তা'রে কোলে নেবে,
পাবে ছেলে মায়ের আদর।

ট'লে ট'লে চ'লে যায়,
মা'র মুখ পানে চায়,
ট'লে ট'লে কাছে আসে ফের ;
কাজে যেন ব্যস্ত কত,
হাত নাড়ে মা'র মত,
গিয়ে তা'র কাছেতে সুখের।

মা তা'র উঠিবে যেই,
ছেলের আঙুল সেই,—
চোখে লাগে, দেখে অন্ধকার ;
অমনি শিশুর পিঠে,
পড়ে চড় দু'চারিটে,
কাঁদে শিশু করি' হাহাকার।

ভয়ে ধেয়ে মা'রই কাছে গেল সে পাগল !
মার খেয়ে—আগে ভাগে পেলে শিশু কোল।

হাসি-চেনা

ওরে দিদি, দেখি, দেখি,—একবার আয়,
ওই দুষ্ট হাসি যেন দেখেছি কোথায় !
যে বুড়া হয়েছি আমি ভাই,
সব কথা ভুলে ভুলে যাই।
ওই যে চতুর হাসি সরল প্রাণের,
ও যেন রে কর্‌তব মধুর গানের ;
হয়েছে,—ও হাসিটুকু, ভাই,
যা'র ছিল, সে-ও আর নাই।

থাকিলে কি হ'ত বলা নয়ক' সহজ,
তো'তে আর তা'তে গোল বাধিতই রোজ ;
আর মনে তা'র ঠাঁই নাই,—
সে টুকু তোদেরি দি'ছি ভাই।
অতীতের তরে শোক ?—আমার ত' নাই ;
যা'রা গেছে, আমি দেখি, তোরাও তা'রাই
ভুল হ'য়ে যায় সব ভাই,
বুড়া আমি—তাই ভুলে যাই !

কচি হ'য়ে ফিরে আসে আমাদেরি মুখ,
আমাদের যৌবনের যত ভুলচুক,
চলা ফেরা, সব—চেনা, ভাই,
চেয়ে, চেয়ে, দেখি শুধু তাই।
যা'রা গেছে—কোথা হ'তে তা'দের সে হাসি-
প্রত্যহ নূতন মুখে ফুটে রাশি রাশি !
কৌতুকে রয়েছি ভাল, ভাই,
ভ্যাখ—আর বুড়া আমি নাই !

বর্ষীয়ান

নগরীর সঙ্কীর্ণ গলিতে—
পরিচ্ছন্ন পুরানো কুটীর ;
এক দিন সে পথে চলিতে
কুটীরেতে দেখিনু স্থবির।
আপন বলিতে, এ জগতে,
কেহ আর নাহি সে বুড়ার,
তাই, যা'রে পথে দেখে যেতে,—
ডেকে বলে, যত কথা তা'র।

'টোটা'র বারতা শুনি' যবে,
দেশে দেশে অসংখ্য সিপাহী,—
কলহ করিয়া কলরবে,
দলে, দলে, হইল বিদ্রোহী ;—
অরাজক, হত্যা, অত্যাচার,
লুট্‌পাট, বীভৎস ব্যাপার ;—
সেই কালে বহু 'রোজগার'
ঘটেছিল অদৃষ্টে বুড়ার।

দিন কত খুব ধুমধামে—
কাটে কাল, আমোদে হেলায়,
অট্টহাসি যেথায় ত্রিযামে,
সেথা হ'তে কমলা পলায়।
তার পর ব্যবসা জুয়ায়,
সম্পত্তি বিস্তর গেল তা'র ;
মরে' গেল পুত্র দু'টি হায়,
পত্নী গেল—ঘুচিল সংসার।

"ঋণগ্রস্ত, বৃদ্ধ, অসহায়,
পুত্রহীন, সম্পদ-বিহীন,
প্রতিবাসী---হেন দুর্দ্দশায়, —
ফিরে নাহি দেখে একদিন।
গঙ্গাস্নানে যদি কভু যাই,—
রুগ্ন আমি, ঘটেনা প্রত্যহ,—
সম্মুখে যা' পায়—লয় তাই,
বলিবার নাহি মোর কেহ,
বলিলে মারিতে আসে সব,
নহি তবু তাঁদের প্রত্যাশ,
চোর হয়ে আছি কি যে কব
এমনি স্বজন প্রতিবাসী

বুড়া আমি মোর পরে এত উপদ্রব"—
কহে বৃদ্ধ, সকরুণ-ঊর্দ্ধ নেত্রে চাহি,—
"ভগবান্ তুমি ইহা দেখিতেছ সব,
চাহিয়া তোমার মুখ এত আমি সহি।"
অত্যাচার, অন্যায়ের বারতা শুনিয়া,—
স্বার্থপর দর্পিতের শুনি বিবরণ,—
বিশ্বাসী সে নিঃসহায় বৃদ্ধেরে দেখিয়া, —
মনে হয়—আছ তুমি—আছ ভগবান্!

অরণ্যে রোদন

ঘেসেড়ানি চলে' গেছে জল খেতে নদে,
একা—মাঠে শিশু তার কাঁদিছে বসিয়া,
দ্বিপ্রহর—নিরজন,—ক্ষীণকণ্ঠ কাঁদে,—
অপরূপ শব্দ-মায়া বাতাসে সৃজিয়া !

কাছে আসে প্রজাপতি,—নেমে আসে সুর,
আবার বাড়িয়া উঠে ;—বাতাসের বেগে
পতঙ্গ পলায় যেই—দূর হ'তে দূর ;
বিশ্বে আজি—কান্না শুধু উঠে জেগে, জেগে !

হাতে এসে মনোজ্ঞ সে পতঙ্গ পলায়,
কান্না সে ত' চিরসাথী—আছেই সমান,
বাড়ে কমে ?—সত্য বটে ; থামেনা রে হায়,
হায় রে একান্ত একা শিশুর পরাণ !

কখন্ থামিবে কান্না,—আসিবে জননী,
ফুরা'বে বিজন বাস—জুড়াবে পরাণী।

দেবতার স্থান

ভিখারী ঘুমায়েছিল মন্দিরের ছায়ে ;
সহসা ভাঙিল ঘুম চীৎকার ধ্বনিতে,
জাগিয়া, চাহিয়া দেখে, পূজারী দাঁড়ায়ে,—
গালি পাড়ে, ক্রোধে যায় ধাইয়া মারিতে

বিস্ময়ে ভিখারী বলে, "গোঁসাই ঠাকুর !
বুঝিতে না পারি মোরে কেন দাও গালি,
ভিক্ষা মেগে ফিরিয়াছি সারাটি দু'পুর,
শ্রান্ত বড়, তাই হেথা শুয়েছিনু খালি।"

রুষিয়া পূজারী কহে, "চুপ্ বেটা চোর—
নীচ জাতি,—জাননা এ দেবতার ঠাঁই ?
মন্দিরের অভিমুখে পা' রাখিয়া তোর
এটা হ'ল আরামের ঠাঁই ?—কি বালাই !"

সে বলে, "পা' লয়ে তবে কোথা আমি যাই,
এ জগতে সকলি যে দেবতার ঠাঁই !"

মেঘের বারতা

নীল-মেঘপুঞ্জ হ'তে শৈত্যের বারতা
আসিছে, তাপার্ত্ত, ক্লিষ্ট ধরণীর 'পরে ;
আচম্বিতে জলে, স্থলে, কাননে, অম্বরে,
বর্ষণে ধ্বনিয়া উঠে চর্চ্চরিকা গাথা !

কাঁপে তরু, পুলকে আপ্লুত পুষ্পলতা ;
বৃষ্টি-ধারা উঠে নাচি' বায়ুর প্রহারে,
বাতাহত—বর্ষাহত—শ্যাম সরোবরে
সু-যৌবনা শ্যামাঙ্গীর লাবণ্য-গৌরতা !

কালোতে বিকাশে আলো, মৃণালে কমল,
শ্যাম পত্র-পুটে ফুটে সোনার মঞ্জরী,
তীর-বনচ্ছায়া-নীল, শ্যামল, কোমল,
বৃষ্টিপাতে—সরসীর বিকাশে মাধুরী।

নীল মেঘ হ'তে আসে শান্তির বারতা,
ধরায় লাবণ্য আনে অমরার কথা!

অপূর্ব্ব সৃষ্টি

স্বধর্ম্মে স্থাপিলা যবে সৃষ্টিরে বিধাতা,
(প্রতাপে তপনে যথা,) অদৃষ্ট আসিয়া
নিভৃতে মদনে ডাকি' কহিল বারতা ;
বাহিরিল চুপে চুপে দু'জনে হাসিয়া।

কুহেলি' সৃজিয়া তারা মাথায় তপনে,
তপন হিমাংশু হ'ল ; হেথা পুনরায়
নৈশ মেঘে চন্দ্র-ধনু রচিল গোপনে ;
কেবা সূর্য্য—চন্দ্র কেবা—চেনা হ'ল দায়

শুধু তাই নয়, রৌদ্রে সৃজিয়া শশীর,
পূর্ণিমার শুভ্র মেঘে করিল স্থাপন ;
বিরহে মিশায়ে দিল স্মৃতি পিরীতির,
মিলনে কল্পিত ভেদ করিল রোপণ!

শাপ দিলা অন্তর্য্যামী অদৃষ্ট-মদনে,
'প্রভু হ'য়ে হ'বে দাস মানব-সদনে।'

'বাতাসী-মা'র দেশ

তুলোর মতন পাখার ভরে,
কোন্ ফুলের বীজ উড়েছে ?
কোন্ দেশেতে জনম লভি'
কোন বিজন গাঁয় ছুটেছে ?

ছেলেরা যেই ধরতে ধায়,
অমনি উঠে হাওয়ায় হায়,
কেউ বলে সে চাঁদের সূতো
জ্যোৎস্না-স্রোতেই লুটেছে।

কেউ বলে ও 'বাতাসী মা'র :—
কোন্ বিজন গাঁয় ছুটেছে।

সবাই মিলে উঠ্‌লো ব'লে শেষ,
আমরা যা'ব বাতাসী মা'র দেশ।

যেদেশে লোক স্বপন ভরে,
বাতাসে বীজ বপন করে,
বাতাসে হয় সোনা-ফসল,
সোনার চেয়ে দেখ্‌তে বেশ !

আজ্‌কে মোরা সেই দেশেতে যা'ব
আজকে যা'ব বাতাসী মা'র দেশ !

তূলোর মতন লঘু পাখায়,
বায়ু ভরে বীজ উড়ে যায়,
হাওয়ার মাঝে বপন, রোপণ,
হাওয়ার মাঝে ফসল শেষ !

আজ্‌কে মোরা সেই দেশেতে যা'ব,
আজ যা'ব রে বাতাসী মা'র দেশ !

জীর্ণ পর্ণ

সূর্য্যের কিরণ করি' আড়,
দিব্য এক টগরের ঝাড় ;
আকাশে বাড়িয়া উঠে বেলা,
ছেলেরা ছাড়েনা তবু খেলা,
বুড়াদের ভাঙেনাক' জাড় ।

পথে যেতে পড়ে গেল চোখে,
টগরের পল্লবের ফাঁকে,—
কি এক সামগ্রী মনোলোভা,—
বিম্ব ফল জিনি তা'র শোভা,—
রক্ত—যেন অপ্সরার স্বর্ণ অলক্তকে !

কাছে গিয়ে, দেখিনু যা' শেষে,
কৌতুকে একাই উঠি হেসে ;
সে নহে অমৃত-ফল, হায়,
জীর্ণ পাতা, রৌদ্রে স্বচ্ছ প্রায়,
জীর্ণ তবু পূর্ণ যেন রসে !

তা'র কাছে সরস পল্লব,
কান্তিহীন, দীপ্তিহীন, সব ;
এ জীর্ণ পল্লব মাঝে, আজ,
সুস্থ, পুষ্ট, পত্রে দিয়া লাজ,—
বিকশিত সবিতার কিরণ-গৌরব !

অক্ষয়-বট

জন্ম তব সত্যযুগে হে, অক্ষয়-বট,
শাস্ত্রে কহে, সত্য কি ? কহ তা' মোরে তুমি
বড় সাধ মনে, যেতে তোমার নিকট,
ধন্য সে, চক্ষে যে হেরে তব পীঠ-ভূমি ।

ভাসিলা কি নারায়ণ তোমারি পল্লবে ?
পিণ্ড দিলা সীতাদেবী তোমারি সাক্ষাতে ?
সিদ্ধার্থ দেখিলা তোমা'—আর ভিক্ষু সবে ?
বিক্রম বেতালে লভে—সে কি ও শাখাতে ?

বল মোরে বিবরিয়া ছদ্মবেশ রাখি'
পূর্ব্ব কথা,—সর্ব্বতাপ যে কথায় ভুলায় ;
ভূত সাক্ষী তুমি শাখী ; কতই না পাখী
যুগে যুগে শাখে তব বেঁধেছে কুলায় !

সময়-সাগর-জলে মগ্ন অতীতের
তুমি মাত্র চিহ্ন শাখী, পূর্ব্ব ভারতের ।

শিশুহীন পুরী

সলিল-আলয়ে রাঙা শিখা ল'য়ে
আজিও রয়েছে কমল-কলি ;
এ হেন শিশিরে হায়, কা'র তরে,
জ্বলে উঠে নিতি অনল জ্বলি'।

তাম্বূল রসে রাঙায়ে রসনা
সোনামুখী বন-জবার হাসি—
ফুটিল আবার বনে বনে ভুঁই,
আজ কে দেখিবে তা'দের আসি' ?

কলায়ের স্তুঁটে প্রজাপতি ফুটে,—
প্রজাপতি লুটে বেড়ায় খালি ;
নারিকেল শিরে বেজে ওঠে ধীরে
শত জোড়া ছোট হাতের তালি !

কাঠ-বিড়ালেরা মুখে মুখে করে
ঘুরুনি ঘোরার হরষ-ধ্বনি ;
কাছিমেরা দেয় রোদে গা-ভাসান্,
শালিকেরা ফেরে ফড়িং চুনি'।

লাল নীল ক্ষুদে জাড়ে আঁখি মুদে
হ'য়ে যায় হায় শুকায়ে সাদা,
ঘাটের কাটলে লুটায় চামর,
রাশি রাশি ফুটে সোনার গাঁদা।

বনের কুসুমে আদর করিতে
নাহি কেহ, নাহি শিশুর হাসি ;
বনে, ফুলে, ফলে, ছায়া-তরু-তলে,
শুধু বিফলতা বেড়ায় ভাসি' ।

বিজন এ পুরী শিশুর অভাবে
কে যেন জীবন লয়েছে কাড়ি',
হরষ বিথার নাহি যেন আর,
পুলক-দেবতা গিয়াছে ছাড়ি' !

পথহারা

আকাশ পানে চেয়েছিলাম, ছিলাম করজোড়ে,
এক্‌টা কিছু মনের মাঝে তুলেছিলাম গ'ড়ে ;
আকাশ পানে চেয়েছিলাম,
স্বাতীর জলে নেয়েছিলাম !
হর্ষে ছিলাম, হঠাৎ চোখে প'ড়্‌ল ধূলা এসে,
ছায়াপথটি হারিয়ে গেল,—অশ্রুজলে ভেসে ।

দেখি,—প্রথম পারিনিত' চাইতে কোনোমতে,—
ছায়াপথটি হারিয়ে গেছে সাদা মেঘের স্রোতে ;
আকুল হয়ে দিক্‌ ভুলেছি,
বুকের মাঝে গোল তুলেছি,
কে—ছায়াপথ চিনিয়ে দেবে, ছিনিয়ে ছায়া হ'তে
পরাণ-পাখী—ফির্‌বে কিরে মেঘের রচা পথে ?

কে জ্যোতি-পথ দেখা'বে হায়, দিব্য-রথে ল'য়ে ?
ভেসে যাবে মেঘের ফেনা কোন্ সে বাতাস ব'য়ে ?
নীরব নিশি, ভাব্‌ছি একা,—
আজও কার' নাইক দেখা,
পরাণ-পাখী ফির্‌বে নাকি তারার রচা পথে ?
তোলাপাড়া এই শুধু, হায়, সে দিন সন্ধ্যা হ'তে।

নাভাজীর স্বপ্ন

'ডোম' বলি', ফিরাইয়া মুখ, চলে' গেল পূজারি ব্রাহ্মণ,
নাভাজী নমিতেছিল গোবিন্দে তখন ;
দু'টি ফোঁটা অশ্রুজলে, মন্দির সোপান,
সিক্ত হ'ল ; সে দিন সে আর, পথে যেতে গাহিল না গান।

কাটা বেত, চেরা—কাঁচা বাঁশ, কুটীর দুয়ারে স্তূপাকার,—
অন্যদিন পরিতৃপ্ত হ'ত গন্ধে যা'র,
আজ তা'রে কোনো মতে পারিল না আর
বাঁধিবারে ; দেখিল না চেয়ে আপন হাতের দ্রব্য-ভার।

কুটীরের রুদ্ধ করি' দ্বার, ভূমিতলে রচিল শয়ান,
রাঁধিলনা, খাইলনা, করিলনা স্নান ;
ধীরে—তন্দ্রা এল চোখে, মগ্ন হ'ল মন ;
দেখিল সে অপূর্ব্ব স্বপন,—ইষ্টদেব শিয়রে আপন !

"হে নাভাজী ! ক্ষুণ্ণ কেন মন ?" জিজ্ঞাসিলা গোবিন্দ তখন,
"কর বৎস হরিদাস কবীরে স্মরণ,
সে সব ভক্তের কথা করহ প্রচার,
ব্রাহ্মণের দর্প হবে দূর,—ঘৃণা কা'রে করিবেনা আর।"

'রম্যাণি বীক্ষ্য'

ফাগুন নিশি, গগন-ভরা তারা,
তারার বনে নয়ন দিশাহারা ;
কে জানে আজ কোন্ স্বপনে
উঠেছে চাঁদ আন্ গগনে,
তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া লেগেছে !
পেয়েছে সব চাঁদের যেন ধারা !
আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;
আর নিশীথের আলো—
আজ হেথায় কিসে এল ?
আরেক সাঁঝের গান,
ফিরে জাগায় যেন তান ;
তারার বনে পরাণ হ'ল সারা !
এ যেন নয় গান,
এ যেন নয় আলো,
তবু দোলায় কেন প্রাণ,
তবু কেমন লাগে ভাল,—
মন যে মগন তা'তে,
ফাগুন-মধু-রাতে,
মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—
পেয়েছে আজ চাঁদের যাঁ'রা ধারা !
বিচিত্র ওই আকাশ
দেয় নূতন কত আভাস,
ঊষার আলো বাতাস—

যেন, শেফালিকার সুবাস—
যেন, তারার বনে লেগেছে,
চোখে আমার জেগেছে ;—
মুক্ত রে আজ মর্ত্ত্য-ভুবন-কারা !
তারার বনে মন হয়েছে হারা !

সন্ধ্যা-তারা

(কীর্ত্তনের সুর)

অয়ি সমুজ্জ্বল তারাটি,
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে ;
অয়ি দিব্য-কিরণ-ধারাটি,
কত শান্তি বিতর ভুবনে।
যবে নিদাঘ-সমীর-নিশাসে—
মম হৃদয় শুকায় নিরাশে,
তুমি অমনি আসিয়া,
যাতনা জুড়াও—
শান্ত শীতল কিরণে ;—
মম জীবনে—সন্ধ্যা-গগনে !

যবে ধূলায় ধূলায় মিলিয়া,
ঘন আঁধার আসে গো ঘিরিয়া,
আসি আকুল পরাণে
তোমারে দেখিতে
নীলিম নিথর গগনে,
মম জীবনে সন্ধ্যা-গগনে !

তুমি নিরাশার মেঘে ডুবোনা,
তুমি প্রলয়ের ঝড়ে নিবোনা,
শুধু অমনি আসিয়া,
হাসিয়া, হাসিয়া,
অমিয় ঢালিয়ো পরাণে ;
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে !

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

অমৃত-কণ্ঠ

শুনেছি, শুনেছি কণ্ঠ তব,
পুনঃ, আজি বহুদিন পরে,
প্রাণে মনে জেগেছে উৎসব,
রোমাঞ্চ সকল কলেবরে !
উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি, আবার শুনিতে ওই স্বরে !

নিশান্তের শুকতারা সম
পরিপূর্ণ লাবণ্যের রসে,
সঙ্গীত তোমার, নিরুপম !
হর্ষ-ধারা অন্তরে বরষে ;
দিবসে কোথায় ডুবে যায়, অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু যে সে।

পূর্ণ, পুষ্ট মন্দার মুকুল,—
নন্দনের লতাচ্যুত হ'য়ে,
তোমার ও সঙ্গীতে আকুল,—
অঙ্গে মোর পড়িল লুটায়ে,
প্রথম পাপ্‌ড়ি যে সময়ে, এলায়ে পড়িবে মধুবায়ে।

ও সঙ্গীত আঙুরের ফল,
মৃদুকায় রসের ব্যথায়,
অধরের পীড়নে কোমল
ভেঙে পড়ে, একটি কথায় ;
বিন্দু—দুই, স্নিগ্ধ, সুমধুর রস দিয়া—মিলায় কোথায় ।

বর্ষণান্তে মুক্তাফল সম,—
পল্লবাগ্রে যাহা শোভা পায়,—
সন্ধ্যাসূর্য্য,—যাহে অনুপম
সপ্ত বর্ণে—লীলায় সাজায়,—
সে যেন গো তোমার সঙ্গীতে, লয় দিয়া সলিলে মিলায় ।

স্বাতী হ'তে ঝরি' যে শিশির
মহামণি হয় সিন্ধুতলে,
তুলনা সে—আজি এ নিশির
অন্ধকারে যে সুর উথলে ;—
আনন্দ-চঞ্চল করি' মোরে, আকুল করিয়া তারাদলে ।

জননীর চুম্বনের মত
ও সু-স্বর, পবিত্র, কোমল,—
মন্ত্রপূত আশীর্ব্বাণী-যুত,
দূর্ব্ব-স্নিগ্ধ যেন শান্তিজল ;
সদ্য-ঝরা শেফালি পরশে, হ'ল যেন শরীর শীতল ।

নক্ষত্র জানিত যদি গান,
ভাবিতাম গাহিতেছে তা'রা ;
বাণীর বীণার মধু তান !
অমরার—অমৃতের ধারা !
তারার পরশ বুঝি পাও,—তাই গাও হ'য়ে আত্মহারা !

আঁখি কভু দেখেনি তোমায়,
হে অনন্ত-আকাশ-বিহারী !
ফের' তুমি তারায়, তারায়,—
নক্ষত্রের কূলে কূলে, মরি,
পক্ষ্ম যেন আঁখির পলকে,—আঁখির পলকে যাও সরি'।

বড় সাধ, শিশুকাল হ'তে,
হে সুকণ্ঠ ! চিনিতে তোমায় ;
পাইনি সন্ধান কোনো মতে,
পাইনি তোমার পরিচয় ;
কত জনে সুধায়েছি নাম,—বলিতে পারে না কেহ, হায় !

সুধায়েছি কবিজন পাশে,
সুধায়েছি কৃষক-বধূরে ;
কেহ শুনি' অন্তরালে হাসে,
কেহ হায় চলে' যায় দূরে ;
কোন্ দেশে জনম তোমার ? কি বা নাম—কে বলিবে মোরে ?

নাম তব থাকে, নাহি থাকে,
ডাকিব 'অমৃতকণ্ঠ' ব'লে ;
ভালবেসে যে যা' ব'লে ডাকে,
তাহাতেই পরাণ উথলে ;
হে অমৃতকণ্ঠ ! পাখী মোর, তোর গানে চক্ষু ভরে জলে ।

গান—তব শোনে বহু জনে,
না থাকে বা থাকে পরিচয় ;

শুনেছি হে, ওই গান শুনে,
গর্ভশায়ী শিশু স্তব্ধ রয় ;
যতদিন নাহি এস ফিরে, ততদিন ভূমিষ্ঠ না হয়।

গাও, তবে, গাওহে আবার,
হর্ষ-শিশু লভিবে জনম !
সুধাপায়ী ! চন্দ্রিকা উদ্গার
কর পুনঃ স্নিগ্ধ মনোরম ;
কোকিল পাপিয়া চাতকেরা স্তব্ধ হ'ল, গাও নিরুপম।

যাহা কিছু মনোজ্ঞ-মধুর,
যাহা কিছু পবিত্র-সুন্দর,
যত আছে ঈপ্সিত-সুদূর,
—চির মুগ্ধ আমার অন্তর—
বলে', পাখী শীর্ষে সবাকার—হরষ-আপ্লুত ওই স্বর।

বহুদিন, বহুদিন পরে,
পাখী—তোর পেয়েছি রে সাড়া !
বহুদিন, বহুদিন পরে,
প্রাণ মোর পেয়েছে রে ছাড়া !
সাড়া দেছে অন্তরের বীণা, গানের স্পন্দনে পেয়ে নাড়া !

আজ, পাখী, সাধ হয় ফিরে,
ফিরিবারে তারায়, তারায় ;—
ব্যগ্র চোখে, সমুন্নত শিরে,
ছেড়ে যেতে পুরানো ধরায় ;—
বাঁশীর একটি রন্ধ্র খুলি', নিঃশেষিতে সঙ্গিতে ত্বরায়।

তার পর, নৈশ অন্ধকারে,
তোর মত যা'ব মিলাইয়া ;
কাজ নাই আনন্দ ঝঙ্কারে,
চলে যা'ব শুধিরে গাহিয়া ;
যাহা গাই,—তোর মত যেন, গেতে পারি পুলক ঢালিয়া

তার পর, কে চিনে না চিনে,
রাখিবনা সন্ধান তাহার ;
কণ্ঠ যদি পূর্ণ হয় গানে
তোর মত, গাহিব আবার ;
বেশীক্ষণ রহিব না আমি, গান শেষে রহিব না আর ।

হে অমৃতকণ্ঠ ! হে সুদূর !
মূর্ত্তিমান্ সুর ! সুধাধার !
কণ্ঠ মোর করহে মধুর,
কর মোরে সঙ্গী আপনার,
গান গেয়ে, উল্লাসে উড়িয়া, দিব মোরা অসীমে সাঁতার

বেদনার বন্ধনের পারে,
চল, পাখী, লইয়া আমায় ;—
কান্ত,—যেথা, ফিরেনা শিকারে,
সব ব্যথা সঙ্গীতে ফুরায় ;
বাঁশীর একটি রন্ধ্র খুলি—সব গান শেষ হ'য়ে যায় ।

কর মোরে, অতনু-সুন্দর !
পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রসে ;
এই মহা তমিস্র-সাগর
আসে যেন সঙ্গীতের বশে ;
তারার জনম দিয়া গানে, দীপ্ত কর এ বিজন দেশে ।

অন্ধকারে, পথভ্রান্ত জন
পায় যেন সঙ্গীতে আশ্বাস ;—
ঘুচে যেন প্রাণের ক্রন্দন,
ফেলিতে না হয় দীর্ঘশ্বাস,—
অন্ধকারে পায় দেখিবারে—জ্যোতির্ম্ময় আপন নিবাস !

মুক্তি-শিশু— জন্মেনি এখন'
আছে কোন্ গানের প্রত্যাশে !
পাখী ! পাখী ! তোমার মতন
গান মোরে শিখাও হে এসে !
মুক্তি-শিশু আসুক্ জগতে,—পূর্ণ হ'ক ত্রিলোক হরষে !

নামহীন

বর্ষাশেষ, সুপ্রভাত প্রসন্ন আকাশ,—
মহাদ্যুতি ইন্দ্রনীল মণির মতন ;
জলে, স্থলে, ফুলে, ফলে, লাবণ্য-বিকাশ,
পথ, ঘাট, সব—যেন সবুজে মগন।

পুরানো প্রাচীর খানি সবুজে সবুজ !
আর তা'রে কে বলে কঙ্কাল-সার আজ ?
দেখ্‌রে নিন্দুক তোরা দেখ্‌রে অবুঝ,
লাবণ্যের বন্যা—মর্ত্ত্যে—নন্দনের সাজ !

অতি ছোট ছোট গাছ—ছেয়েছে প্রাচীর,
নেচে উঠে স-পল্লব আকুল উল্লাসে,
রৌদ্র-ঝিলে করে স্নান, নত করি' শির,
পাখী সম ;—বিচঞ্চল মৃদুল বাতাসে।

বল্ ওরে ছোট গাছ তোদের সুধাই,
নাম কি রে—নাম কি রে—নাম কি তোদের ?
"নাম নাই, আমাদের নাম নাই, ভাই,
হর্ষে আছি,—হর্ষ দি'ছি—এই,—এই ঢের !"

মমতা ও ক্ষমতা

পক্ষি-শাবকেরে বটে সেই স্নেহ করে,—
দৃঢ় মুষ্টি-বলে যা'র কাল ফণী মরে ;
নহিলে বৃথা সে স্নেহ,—শুধু মনস্তাপ ;—
মমতা—ক্ষমতা বিনা, উন্মাদ প্রলাপ।

আকাশ-প্রদীপ

অন্ধকারে জ্বলে ক্ষীণ আকাশ-প্রদীপ,
কতক্ষণ—আছে আয়ু—কতক্ষণ আর ?
হিম-সিন্ধু মাঝে রচি' ক্ষুদ্র মায়া-দ্বীপ,
সে কেবল রশ্মিটুকু করিল বিস্তার !

শাহারজাদী

কল্পনা-নগরে, শত কবিতা সুন্দরী,
আনন্দে করিত বাস ; সহসা একদা,
কহিলেন লোকেশ্বর, তূর্য্যধ্বনি করি'
"সেই আমি নিত্য নব অনিন্দ্য প্রমদা।"

আনন্দে লাগিল দিতে যত পুরবাসী
কন্যা নিজ ; কে জানিত দিনেকের তরে
সে সম্পর্ক ? পোহাইলে বিবাহের নিশি,
কে জানিত, যা'বে তা'রা স্বপনের পুরে !

ভয়ে নাহি আর কেহ করে কন্যাদান
লোকেশ্বরে ; পরিণাম জেনেছে সকলে ;
ফিরিয়া এসেছি তাই ভবনে আপন,
মানসী কন্যারে মোর কহি' অশ্রুজলে ;—

যা' রে বাছা ! লোকেশের কণ্ঠে দেহ' মালা
শাহারজাদীর ভাগ্য লভ' তুমি বালা !

সমাপ্ত

কবি-পরিচয়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বাংলা ১২৮৮ সালের ৩০শে মাঘ, শনিবার কলিকাতার সন্নিকটস্থ নিমতা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন; এবং তিনি বাংলা ১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ় শনিবার কলিকাতায় রাত্রি দু'টায়, চল্লিশ বৎসর পাঁচ মাস বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পিতার নাম রজনীনাথ, মাতা মহামায়া দেবী। কবির পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও জ্ঞান-তপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়। কবি তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসা এবং সাহিত্যের রসজ্ঞতা ও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়া অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবধি বিদ্যানুরাগী ও কবিতা-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' নামক পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম ছাপা হয়। 'সবিতা' তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক। ইংরেজী ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 'সন্ধিক্ষণ' নামে তিনি একটি স্বদেশ-প্রেম-মূলক কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'জন্মদুঃখী', 'কুহু ও কেকা', 'রঙ্গমল্লী', 'তুলির লিখন', 'মণিমঞ্জুষা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা', 'চীনের ধূপ' পর্য্যায়ক্রমে প্রায় প্রতি বৎসরে একখানি করিয়া গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া 'বেলাশেষের গান', 'বিদায়-আরতী', 'ধূপের ধোঁয়ায়', 'কাব্য-সঞ্চয়ন' এবং 'শিশু-কবিতা' প্রকাশিত হয়। গদ্য ও পদ্য বহু রচনা এখনও সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি মধুর ও নীরব ছিল। তিনি অল্পভাষী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসন্ধ, স্বদেশপ্রেমী ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ও মাতৃভক্তি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং বন্ধুবৎসলতা অসাধারণ ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ভাষায় অভিজ্ঞ এবং নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে ভাষার কারচুপি ও নানা বিদ্যার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইতিহাসের ও পুরাণের খুঁটিনাটি কথা তাঁহার এমন জানা ছিল যে তিনি অবলীলাক্রমে তাঁহার রচনার মধ্যে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ও আভাস গ্রথিত করিয়া দিতে পারিতেন।

আর সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দ-সরস্বতী, নানাবিধ ছন্দ-রচনায় ও উদ্ভাবনে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবায় একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল। সেই সত্যের অনুরোধে তিনি স্পষ্টবাদী বীর ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান-সম্মত—সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবি-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা ভাষায় ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। অতি উচ্চ সূক্ষ্ম কল্পনা অথবা অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই বাস্তব হইতে কখনো দূরে সরিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার ছন্দ-সরস্বতীকে মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্ব্বাঙ্গীন প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রেরণার আর-একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃভাষার প্রতি অসীম প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হইতে আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত তিনি খাঁটি বাংলা বুলিকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাঁহার রচনার মধ্যে দিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সেই বাংলাদেশের নিজস্ব বাগ্‌ধারাকে ও সেই ভাষার ধ্বনিকে অফুরন্ত ছন্দ-ঝঙ্কারে বাজাইয়া তুলিয়া নূতন ছন্দ-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক কীর্ত্তি। খাঁটি বাংলা ভাষা ও সেই ভাষার ছন্দকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সমৃদ্ধ করিয়া তোলাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল। বর্ত্তমানের যাহা কিছু অধর্ম্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা ছিল তাহাকেই কঠিন ধিক্কার দিতে ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত আবার অতীত ও বর্ত্তমানে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর, ভবিষ্যতে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহাই তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিত, এবং তাঁহার বন্দনা-গানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি দরদ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়াও দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দ্দশা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না এবং এই প্রকার রচনায় তাঁহার একটি বিশেষ অনন্য-সাধারণ নিপুণতা ছিল। এইরূপে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহাদের অন্তরালে কবির হৃদয়-বেদনা অথবা আনন্দ ও আশা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। দরদী সন্ধানী পাঠক-পাঠিকা একটু অনুধাবন করিলে উহার পরিচয় পাইবেন।

এমন কবির অকাল তিরোধানে বঙ্গসাহিত্যের যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা কবি কীটসের অকাল বিয়োগের ন্যায় চিরকাল কাব্য-রসিকদের দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণ করিবে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা

পুস্তকের নাম		প্রথম প্রকাশিত
বেণু ও বীণা (কাব্য)	...	১৩১৩ সাল
হোমশিখা "	...	১৩১৪ "
তীর্থসলিল "	...	১৩১৫ "
তীর্থরেণু "	...	১৩১৭ "
ফুলের ফসল "	...	১৩১৮ "
জন্মদুঃখী (উপন্যাস)	...	
কুহু ও কেকা (কাব্য)	...	১৩১৯ "
রঙ্গমল্লী (নাট্যকাব্য)	...	১৩১৯ "
তুলির লিখন (কাব্য)	...	১৩২১ "
মণি-মঞ্জুষা "	...	১৩২২ "
অভ্র-আবীর "	...	১৩২২ "
হসন্তিকা "	...	১৩২৩ "
চীনের ধূপ	..	
বেলাশেষের গান (কাব্য)	..	১৩৩০ "
বিদায় আরতি "	...	১৩৩০ "
ডঙ্কানিশান (উপন্যাস) ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত আষাঢ় হইতে		১৩৩০ "
ধূপের ধোঁয়ায় (নাটিকা)	...	১৩৩৬ "
কাব্য-সঞ্চয়ন (কাব্য)	...	
শিশু-কবিতা	...	১৩৫২ "